لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১২শ সংখ্যা

১৭ই রজব, ১৪১৪ হিঃ ।। ১৭ই পৌষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১২শ সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৬

জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ১২

সংকলন ঃ **এইসব ফতোয়া আর ষড়যন্ত্র**
জনাব শামসুর রহমান ২৪

সংকলন ঃ **অল্প কথা**
জনাব মুনতাসীর মামুন ২৭

সংকলন ঃ **ধর্মীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খতমে নবুওত সম্মেলনের আয়োজন**
জনাব ফয়েজ আহমদ ৩৪

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মতামত
দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সৌজন্যে ৩৬

সংবাদ ৪৫

সম্পাদকীয় ঃ ৪৯

মুসলিম টি, ভি আহ্‌মদীয়া-এর বাংলা অনুষ্ঠান দেখুন ও শুনুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখের জুমুআর খুতবার ঘোষণা মোতাবেক আগামী ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৪ থেকে মুসলিম টি, ভি আহমদীয়া (Muslim Tv. Ahmadiyya) ১২ ঘন্টার একটানা অনুষ্ঠান প্রচারিত করবে ইনশাআল্লাহ্‌। এতে এক ঘন্টার বাংলা অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঐ দিন হুযুর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবার পর পর বাংলা অনুষ্ঠান দেখা যাবে।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেঃ অডিও ভিডিও

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ : ৩১শে ফাতাহ্ ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৭ই পৌষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে কন্যা (৪০২) প্রসব করিয়াছি!' অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব (৪০২-ক) করিয়াছিল, বস্তুতঃ (তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম (৪০২-খ) রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত (৪০২-গ) শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে (৪০২-ঘ) সোপর্দ করিতেছি।'

৪০২-ক। 'আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল' এই অন্তর্বর্তী বাক্যটি আল্লাহ্‌র স্বীয় বাক্য তবে "(তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে' এই বাক্যটি স্বয়ং আল্লাহ্‌র কথাও হইতে পারে কিংবা মরিয়মের মাতার কথাও হইতে পারে। যদি ইহা আল্লাহ্‌র কথা হইয়া থাকে (উহারই সম্ভাবনা বেশী) তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে এই যে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম নিয়াছে, সে ঈপ্সিত পুত্র সন্তান হইতে অনেক ভাল হইবে। আর যদি বাক্যটি মরিয়মের মাতার মুখ-নিঃসৃত বাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে যে কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে তো উৎসর্গ উপযোগী ঈপ্সিত পুত্রের মত হইতে পারে না, কেননা পুত্র সন্তান ছাড়া কন্যা সন্তান তো ঐ ধর্মব্রতে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত ও যথাযোগ্য হইতে পারে না। 'আমি (মরিয়মের মাতা) তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি' বাক্যটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন দোয়া রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ যেন ঐ কন্যা সন্তানটিকে 'মরিয়ম' নামোপযোগী গুণাবলীতে ভূষিত করেন, মর্যাদাশীলা ও পবিত্র ও সৎকর্মশীলা করেন। হিব্রুতে মরিয়ম নামের একটি অর্থ হইল মর্যাদাসম্পন্না ধর্মভীরু, উপাসনাকারিণী।

টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

৩৮। সুতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়্যাকে (৪০৩) তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদত খানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (৪০৪)।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

৪০২। মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তানকে এই আশায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র সন্তান হইবে। কিন্তু তিনি যখন কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন, তখন স্বভাবতই তিনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৪০২-খ। মরিয়ম ছিলেন যীশু ঈসা (আঃ)-এর মাতা। মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এর সহোদরা মরিয়মের (পরে মিরিয়াম বলিয়া উচ্চারিত হইত) নামানুসারে তাহার নাম রাখা হইয়াছিল। মরিয়ম হিব্রু শব্দ; সম্ভবতঃ একটি যুগ্মশব্দ যাহার অর্থ সমুদ্র তারকা গৃহকর্ত্রী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না, নিবেদিত ধার্মিকা (ক্রুডেন'স্‌ কনকর্ডেন্স, কাশ্‌শাফ, এনসাই বিব্‌:)

৪০২-গ। 'রাজীম' রাজামা হইতে উৎপন্ন ইহার অর্থ (১) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে দূরে বিতাড়িত, তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত, অভিশপ্ত, (২) পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত, (৩) প্রস্তরাহত এবং (৪) সর্ব প্রকার মঙ্গল বিবর্জিত (লেইন)।

৪০২-ঘ। 'আমি তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি, মরিয়মের মাতার এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। মরিয়মকে যদি আল্লাহ্‌র সেবায় নিয়োগ করার মানত পূর্ণ করার সংকল্প ঠিক থাকে, তাহা হইলে মরিয়মের মাতার জানাই ছিল যে, মরিয়ম কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না, এমতাবস্থায় তাহার সন্তানদের জন্য দোয়া করা খাপ খায় না। ইহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, মরিয়মের মাতা হান্না দিব্যদর্শনে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মরিয়ম দীর্ঘজীবি হইবেন এবং তাহার একটি আদর্শ সন্তানও হইবে। এইরূপ জানিতে পারিয়াই তিনি বিশ্ব-প্রভুর কাছে এই দোয়া করিয়াছিলেন। মরিয়মের ভবিষ্যত, প্রভুর হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি তাহাকে স্বীয় শপথ অনুযায়ী উপাসনালয়ের সেবায় সোপর্দ করিয়াছিলেন (৩:৩৬, গপ্‌পেল অব দি বার্থ অব মেরী)।

ইহা একটি ব্যতিক্রম ধর্মী উৎসর্গ ছিল। কেননা এই উৎসর্গের জন্য কেবল পুরুষেরাই মনোনীত হওয়ার রীতি ছিল। মরিয়ম-মাতা স্বপ্নে এইরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় যে, তাহার কন্যা মরিয়মের একটি পুত্র সন্তান হইবে, এই কথা গসপেল অব মেরীর ৩:৫-এ একটু ভিন্নভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। হান্নার প্রার্থনা—মরিয়ম ও তাহার সন্তানকে

শয়তানের প্রভাব হইতে আল্লাহ্ মুক্ত রাখেন—অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সকল ধার্মিক পিতা-মাতাই সন্তানদের জন্য এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং দোয়া করেন তাহারা যেন পবিত্র এবং সৎ জীবনের অধিকারী হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ইসলাম সকল নবীকেই সম্পূর্ণভাবে শয়তানের প্রভাব মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু বাইবেল এমন কি যীশু সম্বন্ধেও এরূপ প্রভাব মুক্তির নিরাপত্তা ঘোষণা করে নাই (মার্ক-১ঃ ১২, ১৩)।

৪০৩। যাকারিয়্যা বা যাকারিয়াস বনী ইসরাঈলদের একজন পবিত্র লোকের নাম, কুরআনে তাঁহাকে নবী নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৬ঃ৮৬), কিন্তু বাইবেল তাঁহাকে মাত্র পুরোহিত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে (লুক ১ঃ৫)। বাইবেলে অবশ্য 'যেকারিয়া' নামে একজন নবীও উল্লেখ আছে (বানানের বিভিন্নতাটা লক্ষ্য করুন) যার সম্বন্ধে কুরআনে কোনও উল্লেখ নাই। কুরআনের যাকারিয়া হইলেন, ইয়াহ্ইয়া (আঃ) (যোহন)-এর পিতা ও যীশুর খালু।

৪০৪। ঐ সবই ছিল উপহার-স্বরূপ যাহা ঐ স্থানে আগমনকারীরা দান করিতেন। মরিয়মের এই কথা বলাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই যে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে'। কেননা ভাল যাহা কিছুই মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা আসলে আল্লাহ্‌র কাছ হইতেই আসে। কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে, তিনিই মূল দাতা বলিয়া সাব্যস্ত হন। বস্তুতঃ মরিয়মের মত ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত একটি মেয়ের কাছ হইতে এইরূপ উত্তর না পাওয়াই আশ্চর্য হইত।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে। এবং আশীষের দ্বারসমূহ তাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত করা হবে। খোদাতা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করবার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যে, যাতে কোন পার্থিব স্বার্থ বা লালসার সংমিশ্রণ নাই এবং সেই ঈমান যা কপটতা কিম্বা ভীরুতায় দূষিত নয় এবং উহা অজ্ঞানুবর্তিতার কোন দিক বঞ্চিত নয়, এমন লোকগণ খোদার প্রিয়। তাদের পদবিক্ষেপই সত্যের পদবিক্ষেপ।" (রুহানী খাযায়েনঃ ২০ খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ)

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর নৈকট্যের পথে পরিচালিত হবার ও তাঁর রাস্তায় সব কিছু উৎসর্গ করে দেবার তৌফীক দান করুন। আমীন।

হাদিস শরীফ

পরীক্ষার সময় দৃঢ়তা ও দুঃখ কষ্ট সহ্য কর।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন :

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصرالله الا ان نصرالله قريب (البقرة ايت ٢١٥)

অনুবাদ : তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ? অভাব অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত কম্পিত করা হইয়াছিল এমন কি রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে' ? স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট।

হাদীস :

سمعت خبابا يقول اتيت النبى صلى الله عليه وسلم و هو متوسد بردة و هو فى ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت الا تدعوا الله فقعد و هو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه و يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين مايصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله ـ

অনুবাদ : হযরত খাব্‌বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খানা কা'বার ছায়ায় চাদরের উপর ভর করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সে সময় মুশরেকদের তরফ হতে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চলছিল। হযরত খাব্‌বাব বললেন, হুযূর (সাঃ)! আপনি আমাদের জন্য দোয়া করেন না কেন ? (এ শুনে) হুযূর (সাঃ) সোজা হয়ে

উঠে বসেলেন। এবং চেহারা লাল বর্ণের হয়ে গেল। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমাদের পূর্বে লোকদের মাংস লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে দেয়া হত। কিন্তু এ বিষয়টিও তাদের ঈমান হতে ফেরাতে পারেনি। এবং মাথায় করাত রেখে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হতো আর এই নির্যাতনও তাদের ঈমান হতে ফেরাতে পারেনি। আল্লাহ্‌তা'লা এই সিলসিলাকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন এবং সেদিন সন্নিকটে যখন একজন অশ্বারোহী সানা' হতে হাযারামাওত পর্যন্ত এভাবে চলাচল করতে পারবে যে, খোদা ছাড়া অন্য কারও ভয় থাকবে না।

ব্যাখ্যা ঃ ধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ঈমান আনয়নকারীরা সর্বদা নির্যাতিত ও নিগৃহিত হয়ে এসেছে। এবং শেষ পর্যন্ত খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনয়নকারীরা জয়যুক্ত হয়েছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বে তাদের নির্যাতন ও অত্যাচারের সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) ত্যাগ কাকে বলে তা নিজেদের জীবন দ্বারা কিয়ামত কাল অবধি মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের উপরও এমনই এক অধ্যায়ের সূচনা হয়ে ইতিহাস হতে যাচ্ছে। এই জামাতের অনুসারীরা অবশ্যই সেই ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করবে যা সাহাবায়ে কেরাম রচনা করে গেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি আহমদী আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে নিজের জান ও মাল খোদা ও খোদার রসূলের জন্যে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত। তারা নিজেদের জীবন দ্বারা ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)-এর মান ইজ্জত রক্ষা করবে। আহমদীরা এজন্যেও প্রস্তুত যে, তাদের নিকট এই অভয় বাণী রয়েছে যে, খোদা ও তাঁর প্রেরিত পুরুষ অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"কখনও মনে করিও না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার স্বহস্তে রোপিত এক বীজ বিশেষ, যা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হয়েছে। খোদাতা'লা বলেছেন, এই বীজ বর্দ্ধিত হবে। পুষ্প প্রদান করবে, ইহার শাখা প্রশাখা সবদিকে প্রসারিত হবে, এবং ইহা মহামহীরূহে পরিণত হবে।' সুতরাং ধন্য তারা যারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্যে ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যেন খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়াতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময়ে পদস্খলিত হবে সে খোদার খোদার কোনই অনিষ্ট করবে না। তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নামে উপনীত করবে। তাদের উপর বিপদের ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, জাতিগণ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করবে। জগৎ তাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করবে।

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুরূপভাবে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় আর্থিক কোরবানীর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ইবাদত করিতে পারে তাহা এতখানি যে, সে নিজের পসন্দনীয় ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদার জন্য দেয়। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা এই সূরায় বলেন, ومما رزقنهم ينفقون (সূরা বাকারা : আয়াত-৪) (অর্থ : এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে—অনুবাদক)। অন্য এক জায়গায়ও আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৩) (অর্থ : তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর—অনুবাদক)। কিন্তু বলা বাহুল্য, যদি আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে মানুষ এই পরিমাণ ইবাদত করে যে, নিজের প্রিয় ও পসন্দনীয় ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদাতা'লার পথে দেয় তবে ইহা কোন উচ্চ মার্গের ব্যাপার নহে। উচ্চ মার্গের ব্যাপার হইবে তখন, যখন সে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ হইতেও হাত গুটাইয়া নেয় এবং তাহার যাহা কিছু আছে তাহা তাহার থাকে না, বরং খোদার হইয়া যায়। এমন কি সে খোদাতা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্যও প্রস্তুত হইয়া যায়। কেননা উহাও ومما رزقنهم (অর্থ : আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি—অনুবাদক) এর অন্তর্ভুক্ত। খোদাতা'লার কথা ومما رزقنهم দ্বারা তিনি কেবল দেরহাম ও দিনার (অর্থাৎ টাকা কড়ি—অনুবাদক) বুঝাইতে চাহেন নাই। বরং ইহা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। প্রত্যেকটি নিয়ামত (পুরস্কার) যাহা মানুষকে দেওয়া হইয়াছে তাহা এই শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মোট কথা, এই জায়গায় هدى للمتقين (অর্থ :—যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মোত্তাকীগণের জন্য—অনুবাদক) বলার পশ্চাতে খোদাতা'লার ইচ্ছা ইহাই যে, প্রত্যেক প্রকারের নিয়ামত, দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবন স্বাস্থ্য, জ্ঞান, শক্তি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি হইতে মানুষকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে এই ক্ষেত্রে মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কেবল ومما رزقنهم ينفقون (অর্থ : আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে—অনুবাদক) পর্যন্ত নিজের নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে পারে। ইহার অধিক কিছু

করা মানবীয় শক্তির আওতার বাহিরে। কিন্তু খোদাতা'লার কুরআন শরীফে ঈমান আনয়নকারীরা যদি ومما رزقنهم ينفقون পর্যন্ত নিজেদের নিষ্ঠা প্রকাশ করে তবে هدى للمتقين আয়াতে এই ওয়াদা আছে যে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে এই ধরনের ইবাদতেও উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন। উচ্চ মার্গ এই যে, তাহাদিগকে উৎসর্গের এই শক্তি দেওয়া হইবে* যে, তাহারা মুক্ত মনে বুঝিয়া লইবে তাহাদের যাহা কিছু আছে সবই খোদার এবং কখনো কাহাকেও অনুভব করিতে দিবে না যে, এই সকল বস্তু তাদের ছিল যাহার দ্বারা তাহারা মানুষের সেবা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উপকারের মাধ্যমে কখনো কখনো মানুষ কোন ব্যক্তিকে অনুভব করাইয়া দেয় যে, সে নিজের অর্থ সম্পদ অন্যকে দিয়াছে। কিন্তু ইহা একটি ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা। কেননা যখন সে ঐ জিনিসকে নিজের জিনিস মনে করিবে তখনই সে এইরূপ অনুভব করিবে। অতএব যখন আয়াত অনুযায়ী খোদাতা'লা কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে এই অবস্থা হইতে উন্নতি দান করেন তখন তাহারা নিজেদের সমস্ত জিনিসকে এইভাবে খোদার জিনিস মনে করিবে যে, অন্যকে অনুভব করানোর ব্যাধিও তাহাদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে এবং মানুষের জন্য এক মাতৃসুলভ সহানুভূতি তাহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়া যাইবে। বরং ইহার চাইতেও অধিক সহানুভূতি সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং কোন জিনিষ তাহাদের নিজেদের থাকিবে না; বরং সব কিছু খোদার হইয়া যাইবে। ইহা তখনই হইবে যখন তাহারা খাঁটি অন্তঃকরণে কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিবে। ইহা ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব কতখানি পথভ্রষ্ট ঐ সকল লোক, যাহারা কুরআন শরীফ এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা ব্যতীত কেবলমাত্র শুষ্ক তওহীদকে নাজাতের কারণ সাব্যস্ত করে। বরং পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে, এইরূপ লোক কোন এক পর্যায় পর্যন্ত উন্নতি করিলেও তাহারা না খোদার উপরে খাঁটি ঈমান রাখে এবং না জাগতিক লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা হইতে পবিত্র হইতে পারে। ইহাও সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত ও অন্তঃসার শূন্য ধারণা যে, মানুষ নিজে নিজেই তওহীদের পুরস্কার লাভ করিতে পারে। বরং তওহীদ খোদার কালামের মাধ্যমে

---

* ইহার কারণ এই যে, মানবীয় দুর্বলতার দরুন মানুষের প্রকৃতিতে একটি কৃপণতাও আছে যে, যদি তাহার নিকট একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে তবুও তাহার মধ্যে কৃপণতার একটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের সমস্ত সম্পদ সে হাত ছাড়া করিতে চাহে না। কিন্তু যখন هدى للمتقين আয়াতের দরুন তাহার মধ্যে একটি অযাচিত শক্তি আসিয়া পড়ে তখন তাহার হৃদয় এইভাবে খুলিয়া যায় যে, তাহার সকল কৃপণতা ও আত্মার কামনা-বাসনা দূর হইয়া যায়। তখন সকল সম্পদের চাইতে খোদার সন্তুষ্টি তাহার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয় এবং সে পৃথিবীতে সম্পদের নশ্বর ভাণ্ডার জমা করিতে চাহে না। বরং সে আকাশে স্বীয় সম্পদ জমা করে।

পাওয়া যায়। মানুষ নিজের তরফ হইতে যাহা কিছু বুঝে তাহা শেরেক-মুক্ত নহে। অনুরূপভাবে খোদাতা'লার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা কেবল এই সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে যে, সে তাকওয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার কেতাবের উপর ঈমান আনিবে এবং ধৈর্য সহকারে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে। ইহার অধিক কিছু করা মানুষের শক্তিতে নাই। কিন্তু খোদাতা'লা هدى للمتقين আয়াতে এই ওয়াদা করেন যে, যদি কেহ তাঁহার কেতাব ও রসূলের উপর ঈমান আনে তবে সে অধিক হেদায়াতের যোগ্য হইবে। খোদা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিবেন এবং তাহাকে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত করিবেন।* তিনি তাহাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাইবেন। এমনকি সে এই পৃথিবীতে তাঁহাকে দেখিয়া লইবে যে, তাহার খোদা আছেন। সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিবে। খোদার কালাম বলে, যদি তুমি আমার উপর পরিপূর্ণ ঈমান আন তবে আমি তোমার উপরও অবতীর্ণ হইব। ইহার ভিত্তিতেই হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাযি আল্লাহু আনহু বলেন; আমি এইরূপ নিষ্ঠা, ভালবাসা ও উদ্দীপনার সহিত খোদার কালাম পড়িয়াছি যে, তাহা ইলহামী রঙে আমার মুখেও জারী হইয়া গেল। কিন্তু আফসোস! খোদার বাক্যালাপ কি জিনিস এবং কোন্ অবস্থায় বলা যাইবে খোদা কোন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করেন তাহা মানুষ বুঝে না। বরং অধিকাংশ নির্বোধ লোক শয়তানী কথাকেও খোদার কালাম মনে করিতে আরম্ভ করে। তাহারা শয়তান ও খোদার ইলহামের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে খোদার ইলহাম ও ওহীর জন্য প্রথম শর্ত এই যে, মানুষ কেবল খোদার হইয়া যাইবে এবং শয়তানের কোন অংশ তাহার মধ্যে থাকিবে না। কেননা যেখানে মৃতদেহ থাকিবে সেখানে নিশ্চয় কুকুরও ভীড় জমাইবে। এই জন্যই খোদাতা'লা বলেন, هل انبئكم على من تنزل الشياطين ط تنزل على كل افاك اثيم (সূরা আস্-শূয়ারা—আয়াত ২২৩)। (অর্থ:—আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানেরা নাযেল হয়? তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়—অনুবাদক)। কিন্তু যাহার মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে না এবং যে পার্থিব জীবন হইতে এইরূপে দূরে সরিয়াছে যেন মরিয়া গিয়াছে, সত্য-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হইয়াছে এবং খোদার দিকে আসিয়া গিয়াছে তাহাকে শয়তান আক্রমণ করিতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ان عبادى ليس لك عليهم سلطان (সূরা আল্ হিজর—আয়াত ৪৩) (অর্থ: নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য হইবে না—অনুবাদক)। যাহারা শয়তানের এবং যাহাদের মধ্যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য আছে তাহাদের দিকেই শয়তান দৌড়ায়। কেননা তাহারা শয়তানের শিকার।

---

* টীকা: প্রকৃতপক্ষে ঐ রং গ্রহণ করা এবং জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়াই পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা। دخلت النار حتى صرت نارا (অর্থ: আমি আগুনে প্রবেশ করিলাম। এমনকি নিজেই আগুনে পরিণত হইলাম—অনুবাদক)।

এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার বাক্যালাপের মধ্যে একটি বিশেষ বরকত, উদ্দীপনা ও স্বাদ আছে। যেহেতু খোদা শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, সেহেতু তিনি নিজের মোত্তাকী, ন্যায়-নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বান্দাদিগকে প্রার্থনার জবাব দিয়া থাকেন। এই প্রশ্ন-উত্তর কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইতে পারে। যখন বান্দা বিনয় ও নির্ভরশীলতার সহিত একটি প্রশ্ন করে তখন ইহার পর কয়েক মিনিট পর্যন্ত তাহার উপর একটি অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং এই অচেতনতার পর্দায় সে উত্তর পাইয়া থাকে। ইহার পর বান্দা যদি অন্য কোন প্রশ্ন করে তবে দেখিতে না দেখিতে তাহার উপর অন্য একটি অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং নিয়ম মাফিক ইহার পর্দায় সে উত্তর পাইয়া যায়। খোদা এতই দয়ালু ও সহানুভূতিশীল যে, যদি হাজার বারও এক বান্দা প্রশ্ন করে তবে সে উত্তর পাইয়া যায়। কিন্তু যেহেতু খোদাতা'লা পরমুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি প্রজ্ঞা ও রহস্যেরও অধিকারী, সেজন্য কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে বুঝা যাইবে এই সকল উত্তর খোদাতা'লার পক্ষ হইতে না কি শয়তানের পক্ষ হইতে, তবে বলিব, যে আমি ইহার উত্তর এই মাত্র দিয়াছি।

তাহা ছাড়া শয়তান বোবা। তাহার ভাষায় সাবলীল ধারা থাকে না এবং বোবার ন্যায় তাহার মধ্যে বাগ্মিতাপূর্ণ ও দীর্ঘায়িত কথা বলার শক্তি থাকিতে পারে না। সে কেবল এক নোংরা ভঙ্গিমায় দুই একটি বাক্য হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাকে আদি হইতে এই শক্তিই দেওয়া হয় নাই যে, সে উত্তম ও জোরালো কথা বলিতে পারে, বা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর সংক্রান্ত বাক্যালাপের ধারা জারী রাখিতে পারে। সে বধিরও। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সে অসহায়ও। সে নিজের ইলহামে কোন কুদরত ও উচ্চমানের অদৃশ্য সম্পর্কিত ব্যাপারের নমুনা দেখাইতে পারে না।* তাহার গলাও

টিকা :—প্রশ্ন হইতে পারে, শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কোন অদৃশ্যের সংবাদ থাকিতে পারে, কি পারে না। ইহার উত্তর এই যে, কুরআন শরীফ হইতে দেখা যায় শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কখনো কখনো অদৃশ্যের সংবাদ তো থাকিতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে ৩টি লক্ষণ থাকে। প্রথমতঃ ঐ অদৃশ্যের সংবাদ কোন শক্তিশালী অদৃশ্য সম্পর্কিত সংবাদ হয় না, যেমন খোদাতা'লার কালামে এই ধরনের অদৃশ্যের সংবাদ থাকে যে, অমুক ব্যক্তি দুষ্টামী হইতে বিরত হয় না; তাহাকে আমি ধ্বংস করিব। অমুক ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে; আমি তাহাকে এই প্রকারে সম্মান দান করিব। আমি আমার নবীর সমর্থনে অমুক অমুক নিদর্শন দেখাইব এবং কেহই তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। আমি অস্বীকারকারীদিগকে অমুক শাস্তি দিব এবং বিশ্বাসীদিগকে এই ধরনের বিজয় দিব ও সাহায্য করিব। এইগুলি শক্তিশালী অদৃশ্যের সংবাদ যাহাদের মধ্যে হুকুমতের শক্তি আছে।

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

বসা। জোরালো ও উচ্চস্বরে কথা বলিতে পারে না। নপুংশুকদের ন্যায় তাহার গলার আওয়াজ ঢিমা। এই সকল লক্ষণাবলী দ্বারাই শয়তানী ওহীকে সনাক্ত করিয়া লইবে। কিন্তু খোদাতা'লা বোবা, বধির ও দুর্বলের ন্যায় নহেন। তিনি শুনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথায় উদ্দীপনা, প্রতাপ ও উচ্চস্বর থাকে। তাঁহার কথা প্রভাবশীল ও প্রাঞ্জল হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের কথা ঢিমা, নারীসুলভ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রতাপ, উদ্দীপনা ও উচ্চস্বর থাকে না এবং না তাহার কথা অনেক ক্ষণ চলিতে পারে। সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে দুর্বলতা ও ভীরুতা থাকে। কিন্তু খোদার কথায় ক্লান্তি থাকে না। ইহার মধ্যে সর্বপ্রকারের শক্তি থাকে। ইহা বড় বড় অদৃশ্য সম্পর্কিত বিষয়ের ও পরাক্রমশালী ওয়াদার সহিত সম্পৃক্ত থাকে। ইহা হইতে খোদায়ী প্রতাপ, পরাক্রম কুদরত ও পবিত্রতার সুগন্ধ পাওয়া যায়। শয়তানের কথায় এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকে না। উপরন্তু খোদাতা'লার কথায় এক শক্তিশালী প্রভাব থাকে। ইহা লোহার পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহা হৃদয়ে এক পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহা যাহার উপর অবতীর্ণ হয় তাহাকে বীর যোদ্ধায় পরিণত করে। এমনকি যদি তাহাকে তীক্ষ্ণ তলোয়ার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, বা তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, বা পৃথিবীতে সম্ভব এইরূপ সব ধরনের কষ্ট তাহাকে দেওয়া হয়, এবং সব ধরনের অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাহাকে করা হয়,

---

শয়তান এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শয়তানী স্বপ্ন বা ইলহাম কৃপণের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যের সংবাদ থাকে না এবং খোদার ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তির মোকাবেলায় এইরূপ ব্যক্তি পলায়ন করে। কেননা খোদার ইলহাম-প্রাপ্ত ব্যক্তির মোকাবেলায় তাহার অদৃশ্যের সংবাদ যৎসামান্য হইয়া থাকে, যেমন সমুদ্রের পানির তুলনায় এক ফোটা। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ সময় হইতে মিথ্যার প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ সমস্ত ইলহাম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, খোদায়ী ইলহামের অধিকাংশ সত্য হয় এবং শয়তানী ইলহামে ইহার বিপরীতটি হয়। খোদার তরফ হইতে প্রাপ্ত স্বপ্ন অস্পষ্টভাবে হইয়া থাকে, বা বুঝার ভুলের দরুণ কোন ভ্রান্তি ঘটিয়া যায় এবং অজ্ঞ ও নির্বোধেরা এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা মনে করে। এইগুলি কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়া থাকে। কোন কোন খোদায়ী ভবিষ্যদ্বাণী সতর্কবাণীরূপে হইয়া থাকে, যাহাকে পিছাইয়া দেওয়া বৈধ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয়তানী ইলহাম ফাসেক ও অপবিত্র ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রাখে। কিন্তু খোদায়ী ইলহাম বিপুল পরিমাণে কেবল ঐ সকল লোকের নিকট হইয়া থাকে যাহারা পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং খোদাতা'লার প্রেমে বিলীন হইয়া যায়।

বা তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে বসাইয়া দেওয়া হয়, বা পোড়াইয়া দেওয়া হয়, সে কখনো বলিবে না ইহা খোদার কথা নহে, যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। কেননা খোদা তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস দান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় চেহারার প্রেমিক করিয়া দেন। সে তাহার প্রাণ, ইজ্জত ও ধন-সম্পদকে শুষ্ক তৃণের ন্যায় মনে করে। সে খোদার আঁচল ছাড়ে না। যদিও সারা বিশ্ব তাহাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহে, তথাপি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসায়, বীরত্বে ও দৃঢ়চিত্ততার দৃষ্টান্তহীন হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের নিকট হইতে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই শক্তি থাকে না। তাহারা ভীরু হইয়া থাকে। কেননা শয়তান ভীরু।

অবশেষে আমি ইহাও প্রকাশ করিতে চাহি যে, যে বিষয়টি আবদুল হাকিম খানের পথ-ভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে এবং যাহার দরুন তাহার এই ধারণা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই, তাহা কোরআন শরীফের একটি আয়াত ভুল বুঝার দরুন হইয়াছে। ইহা তাহার অল্প বিদ্যা ও কম চিন্তা শক্তির দরুন হইয়াছে। ঐ আয়াতটি এই

ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر
و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

বাকারা-আয়াত ৬৩)। অনুবাদ:— অর্থাৎ যে সকল লোক ইহুদী, খৃষ্টান ও নক্ষত্র পূজারী, তাহাদের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিবে খোদা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না এবং এইরূপ লোকদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় এবং চিন্তা থাকিবে না।*

---

* টিকা:—যদি এই আয়াতের এই অর্থ হয় যে, কেবলমাত্র তওহীদ যথেষ্ট তবে নিম্ন আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, শেরেক ও এই জাতীয় সকল পাপ তওবা ব্যতীত, ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ আয়াতটি এই—

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا

(সূরা আল-যুমার—আয়াত ৫৪) অর্থ: তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইওনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন—অনুবাদক)। অথচ ব্যাপারটি কখনো এইরূপ নহে।

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৫-২-৯৩ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খোদাতা'লার অনুগ্রহে আহমদী জামাত বসনিয়ার মুহাজেরগণের সাথে অসাধারণ ভালবাসার ব্যবহার করছে।

সময় বলে দেবে যে, আমরাই মুসলিম উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী।

ভবিষ্যত বিপদাবলী থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই পথ যে, মুসলমানগণ যেন শীঘ্র ধৈর্যের আশ্রয়ে অবস্থান নেয়।

মুসলিম উম্মাহকে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দরদভরা পরামর্শ অন্য কেউ দিতে পারে না।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত তারা যেন সত্যতা ও ধৈর্যের প্রতি ফিরে আসে। দুনিয়াতে ধৈর্যের ন্যায় আর কোন শক্তি নেই।

তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুযুর (আইঃ) নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করেন ঃ

يايها الذين امنو هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ٥
تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم ط ذالكم خير لكم
ان كنتم تعلمون ٥

(অর্থ—হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে ; তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ)।

(সূরা সাফ্ ফ ঃ ১১ ও ১২ আয়াত)

এর পরে হুযুর (আইঃ) বলেন,

একই পুণ্য কাজকে বিভিন্ন রঙ্গে বর্ণনা ঃ

কুরআন করীমে অনেক সময়ে একই পুণ্য কাজকে বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন আয়াতে করীমায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এতদ্বারা কখনও বা খোদাতা'লার কতকগুলো গুণ বর্ণনা করা হয়। কখনও অপর কতকগুলো গুণ বর্ণনা করা হয়। কখনও সওয়াবের একটি সুফল

বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আবার কখনও বা অন্য আর একটি সওয়াবের সুফল দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার ফলে জানা যায় যে, বিভিন্ন অবস্থায় কৃত পুণ্য কাজ আসলে বিভিন্ন প্রত্যাশা রাখে এবং মানুষের অবস্থা পরিবর্তনে পুণ্যের প্রতিদানও পরিবর্তিত হতে থাকে।

আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এর মধ্যে এমন এক প্রকার বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ যন্ত্রণাদায়ক আযাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। যদিও অন্য স্থানে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ফলে প্রমাণিতভাবে সওয়াবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নদ-নদী প্রবাহিত জান্নাতসমূহ লাভ হবে বা ঐ সওয়াব হবে। প্রতিদানের অনেক সুন্দর সুন্দর নক্‌শাই অংকন করা হয়েছে কিন্তু এ আয়াতে একটি ভিন্নধর্মী পদ্ধতি রয়েছে। কোন প্রমাণিত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি নেই বরং একটি নেতিবাচক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। ইয়্যা আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ হাল আদুল্লুকুম 'আলা তেজারাতিন তুনজীকুম মিন আযাবেন আলীম—হে লোকগণ! যারা ঈমান এনেছ তোমাদেরকে কি আমি এখন এক বাণিজ্যের সংবাদ দিব। তুনজীকুম মিন আযাবেন আলীম —যা তোমাদেরকে খুবই কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে। তু'মেনূনা বিল্লাহে ওয়া রাসূলেহী—ঐ বাণিজ্য কি? আল্লাহ্‌র ওপরে ঈমান আন আর তাঁর রসূলের ওপর আর তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায়—বে আমওয়ালেকুম ওয়া আনফুসিকুম—নিজেদের ধন-সম্পদের মাধ্যমে এবং নিজেদের প্রাণের মাধ্যমে জেহাদ করো। যালেকুম খায়রুল্লাকুম ইন কুনতুম তা'লামূন—ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ। হায়! যদি তোমরা অবগত হতে।

গত জুমুআর খুতবায় বসনিয়ার মুসলমানদের ওপরে কৃত যেসব নির্যাতনের বর্ণনা করা হয়েছিল ঐ প্রসঙ্গে এ আয়াতের এই তাৎপর্য আমার মাথায় এসেছে যে, মানুষ যখন দুনিয়াতে দুঃখ-বেদনার অবস্থায় প্রভাবিত হয়—যখন অন্য কারও ওপরে নির্যাতন ভেঙ্গে পড়তে থাকে আর এর সাথে সহানুভূতিশীল হৃদয় অন্য জায়গায় বসে ব্যথিত হতে থাকে। কখনও কখনও এ সময়ে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—কেবল দোয়াতেই কাজ চলবে না। ঐসব দোয়াই কেবল গৃহিত হয় যেগুলোকে পুণ্য কর্মসমূহ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দান করেছে। অতএব, যখনই তোমরা দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দর্শন করো তখন তোমাদের এমন এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধ্য সাধনা করা উচিত যে শাস্তি মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি থেকে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক হবে। ঐ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত যারা মানবগোষ্ঠির ওপরে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আয়োজন করে। দুনিয়াতে যত প্রকার অপকর্ম আছে এর ফলাফলের সাথে ঐ অপকর্মগুলো একপ্রকার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখে। অপকর্ম অনুযায়ী শাস্তি ও ঐ প্রকারেরই পাওয়া যায়। আর পুণ্য অনুযায়ী পুরস্কারও তদনুরূপ পাওয়া যায়। অতএব

কেয়ামতের দিন ঐ সব লোকেরই মর্মন্তুদ শাস্তি মিলবে যারা এ দুনিয়াতে খোদার বান্দাদেরকে মর্মন্তুদ নির্যাতনের পরীক্ষায় ফেলে। আর কখনও কখনও এ দুনিয়াতেই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়; কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরে, কেননা কুরআন করীমে হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে ইহা বলা হয়েছে যে, কতক বস্তু যা আমরা তোমার শত্রুদের জন্যে ওয়াদা করছি, তারা অবশ্যই তা পাবে; কিছু তো তুমি তোমার জীবদ্দশায় দেখতে পাবে আর কিছু তোমার মৃত্যুর পরে দেখানো হবে—কিছু এ দুনিয়ার শাস্তি আর কিছু ঐ দুনিয়ার শাস্তি। কেননা খোদার দৃষ্টিভঙ্গী একপ্রকার এবং বান্দার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রকার। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এ বিশ্ব-জগৎ একটি উঠোনের মত। এতে কোন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নেই। তিনি এরূপ এক দৃষ্টিতে সব ঘটনা ও বিশ্ব-জগৎ দেখছেন যেন উহাদের চিত্র তার সামনে ছড়ানো রয়েছে। সুতরাং এ জগৎ হোক বা পরজগৎ হোক আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সময়ের কোন গতি নেই এবং খোদার ধৈর্য ধারণ করার ইহাও একটি উদ্দেশ্য। মানুষ সময়ের দিক থেকে অধৈর্য হয়ে থাকে। সময় যতই ধীরে অতিবাহিত হয় এবং ফলাফলের প্রতি যতই আকর্ষণ সৃষ্টি হয় (এতদুভয়ের মাঝে এরূপ একটি সম্পর্ক আছে যে, সময় ধীরে অতিবাহিত হচ্ছে বলে মনে হয়) তখন ফলাফল ততই অনেক দূরে বলে মনে হয়। ভালবাসার লোকের অপেক্ষায় সময় যেন আর কাটেই না। এর ফলে অধৈর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ খোদা যিনি space time (স্থান-কালের)-এর খোদা—এমন বিশ্ব-জগতের খোদা যেখানে স্থান-কাল পরস্পরের সাথে একীভূত হয়ে গেছে এবং একই বস্তুর দু'টি অংশে পরিণত হয়ে গেছে যেভাবে দু'টি সূতো দিয়ে একটি জিনিষ সেলাই করা হয়। এভাবে মহাবিশ্বে স্থান-কাল এতদুভয়ের দ্বারা গ্রথিত একক বস্তুর নাম। ঐ খোদা যিনি স্থান-কালের উর্ধ্বে, তাঁর সম্মুখে এ সকল বস্তু খোলাখুলিভাবে দৃশ্যমান। এজন্যে অপেক্ষায় তার মধ্যে অধৈর্য সৃষ্টি হতে পারে না। যার সামনে বস্তুসমূহ এদিক ওদিক সর্বদিক দৃশ্যমান রয়েছে তাঁর অধৈর্য সৃষ্টির প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তাই ধৈর্যের মূর্ত-প্রতীক নচেৎ মানুষ যতই ধৈর্যশীল হোকনা কেন কিছু না কিছু ধৈর্যহীনতার অবস্থার শিকার সে হয়েই থাকে—কিছু কিছু উৎকণ্ঠা থেকেই যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখুন যে, তিনি খোদার তরফ থেকে প্রাপ্ত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু যখন ইসলামের বিজয়ের অপেক্ষার কথা বলেন তখন বিচলিত হয়ে যান। এমন মনে হয় যে, কোন যবাইকৃত পশু মাটি ও রক্তের মধ্যে পড়ে ছটফট করছে এবং বলছে:

শোর কেয়সা হ্যায় তেরে কুচা মে লে জলদী খবর
খুন না হো যায় কেসি দিওয়ানা মজনূ ওয়ার কা॥

অর্থাৎ সত্বর খবর নাও তোমার গলিতে কীরূপ চীৎকার ধ্বনি হচ্ছে। কোন সংসার বিরাগী আল্লাহ্‌র প্রেমিক নিহত হয়ে না যায়॥

অতএব হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরও অন্তরে যদি কোন উৎকণ্ঠা থাকত বা তাঁর অন্তরে কোন অধৈর্য অবস্থার সৃষ্টি হত তাহলে উহা খোদার সকাশেই নিবেদিত হতো ; কিন্তু উহা ছিল ইসলাম এবং পুণ্যের বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহ্‌তা'লা পুরস্কার প্রদানে বা শাস্তি প্রদানে ত্বরা করেন না ঃ

যে জিনিসের প্রতি ভালবাসা থাকে আর উহা যদি সম্মুখে দেখা না যায় তাহলে ইহা সুস্পষ্ট যে, উহার অপেক্ষায় একটি কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং উহাকেই বলে অধৈর্য। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এ দুনিয়াই বা কি আর ঐ দুনিয়াই বা কি প্রকৃতপক্ষে কার্যতঃ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এজন্যে তিনি শাস্তির ব্যাপারেও কোন তাড়াহুড়ো করেন না এবং কখনও কখনও দানের বেলায়ও কোন তাড়াহুড়ো করেন না। দানের বেলায় আমাদের অধৈর্যশীল হওয়ার কারণে তাড়াহুড়ো করে কিছু দিয়ে দেন, যেভাবে আমাদের জামা'তে অধিকাংশ সময়ে ইহা দেখা যায় যে, কখনও কখনও এদিকে পুণ্যকর্ম করা হলো আর ঐ দিক থেকে তার পুরস্কারও পাওয়া গেল। হাতে হাতে নগদ নগদ বেচা কেনা চলছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পুরস্কার নয়। উহা মিষ্টির একটা টুকুরো যা আস্বাদন করানো হচ্ছে। যেভাবে কোন মা খাবার তৈরী করছেন এবং এর ভারী খুশবু ছড়াচ্ছে আর বাচ্চা পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মা তাকে ডেকে সামান্য খাইয়ে দিল। এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত খাবারই বাচ্চা পেয়ে গেল। অতএব আল্লাহ্‌তা'লাও এভাবে না শাস্তির বেলায় তাড়াহুড়ো করেন, না পুরস্কারের বেলায় তাড়াহুড়ো করেন। হ্যাঁ, স্বাদ দেখান। যেমন, কখনও কখনও শাস্তির কিয়দংশের আস্বাদ দেয়া হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,

ইয়ে নিশানে যলযালা জো হো চুকা হ্যায় মঙ্গল কে দিন,
ওহ তো এক লোকমা থা জো তোমকো খেলায়া হ্যায় নাহার।

অর্থাৎ : এ ভূমিকম্পের নিদর্শন যা মঙ্গলবার সংঘটিত হলো উহা তো একটি গ্রাস মাত্র ছিল যা তোমাদিগকে দিনের বেলায় খাওয়ানো হয়েছে। যেভাবে খুব ভোরে এক গ্রাস খাইয়ে দেয়া হয়। এখনও অনেক শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। অতএব এ প্রসঙ্গে এই আয়াতের সম্পর্ক আমার নিকট এসব মর্মন্তুদ অবস্থা থেকে বোধগম্য যা ইসলামী বিশ্বের ওপরে বর্তমানকালে আপতিত হয়েছে আর দিন দিন উহার কষ্ট বাড়তেই থাকছে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদানকারীদের ঔদ্ধত্য বেড়ে চলেছে।

বসনিয়ার মুহাজেরগণের সাথে জামা'তে আহমদীয়ার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ঃ

বসনিয়ার ব্যাপারে খোদাতা'লার ফযলে বর্তমান সময়ে জামাতে আহমদীয়া প্রত্যেক দেশে যেখানে যেখানেই বসনিয়ার মুহাজেরগণ রয়েছেন তাদের সাথে অসাধারণ ব্যবহার করে যাচ্ছে। আর বহু পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যদিও যেসব বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে

তাথেকে জানা যায় যে, কতক লোক তো এজন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গই করে দিয়েছেন। দিনরাত বসনিয়ার নির্যাতিত লোকদের সেবা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা, তাদেরকে মসজিদে সাথে করে নিয়ে আসা অথবা তাদের নিকট গিয়ে তাদের কাছে পুণ্যের কথা-বার্তা পৌঁছানো। পুনরায় সহানুভূতির সকল দিককে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে তাদের আঘাতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা। ইহা ইউরোপের জামাতগুলোর একটি সাধারণ কাজ আর ইংল্যাণ্ডে বিশেষভাবে এ ব্যাপারে অনেক কাজ করা হচ্ছে। আমি আল্লাহ্‌তা'লার বহু অনুগ্রহের কথা স্মরণে রেখে একথা বর্ণনা করছি যে, বিশেষ করে এখানকার লাজনার উত্তমভাবে বহু সেবা করার সৌভাগ্য মিলছে। যেমন কয়েক দিন পূর্বে ইসলামাবাদে (লণ্ডনে) বসনিয়াবাসী মহিলা-শিশু সমন্বয়ে একটি বৃহৎ দল এসেছিল যার আয়োজন দুই তিন স্থানের লাজনার শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। আর অনেক কষ্ট করে আহমদী মহিলাগণ তাদেরকে তাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আর একটি বড় চিত্তাকর্ষক সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অর্থে চিত্তাকর্ষক ছিল, যে অশ্রু ধারা এখানে প্রবাহিত হচ্ছিল তা আনন্দাশ্রুও ছিল ব্যাথার অশ্রুও ছিল। এ মুখগুলোকে যে দেখেনি সে ধারণাও করতে পারবে না যে, ঐ মুখগুলো কীরূপ আশ্চর্যজনক অবস্থার শিকার ছিল। একদিকে ইসলামের নামে অপবিত্রহীন ভালবাসার ফলে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছিল আর অন্য দিকে তাদের নিজেদের ওপর এমন মর্মন্তুদ অত্যাচারের কথা মনে হচ্ছিল যা নিকটবর্তী অতীতের কথা। এর কারণে তাদের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য ধরনের আতঙ্ক পরিস্ফুট হচ্ছিল। হাসি থাকা সত্ত্বেও কতক চোখে এত গভীর বিষাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মানুষের অন্তরে এক ভীতির সঞ্চার হয় যে, কী গভীর বেদনা যার কোন তুলনা দেখাই ভার!

বসনিয়ার মুসলমানদের ওপরে বর্ণনাতীত নির্যাতন ঃ

এ পর্যায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার (যুক্তরাজ্য) প্রাক্তন সদর সাহেবের স্কন্ধে ন্যস্ত করে আমি যে কাজ করিয়েছি উহাদের মধ্যে একটি ছিল ইহা যে, বসনিয়া প্রভৃতির ব্যাপারে দৃষ্টি রাখুন যে, কী হচ্ছে, পণ্ডিতগণ কী বলছেন, বিভিন্ন দিক থেকে বসনিয়ানদের পক্ষে অথবা তাদের অবস্থার বিভিন্ন দিকে যে আওয়াজ উত্থিত হচ্ছে ওগুলোকে লিপিবদ্ধ করুন। তারা এখন পর্যন্ত যে বিষয়াবলী একত্র করে আমাকে দিয়েছেন এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে পাঠ করা যায় না। ৫০ হাজারেরও অধিক মুসলিম মহিলাগণের সাথে যে পাশবিক নির্যাতনমূলক পদ্ধতিতে ব্যভিচার করা হয়েছে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার না এখন সুযোগ আছে আর না আমা দ্বারা তা হতে পারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশকে পরিপূর্ণ নির্যাতনমূলক ব্যবহার করার পরে বড়ই অবর্ণনীয় পদ্ধতিতে যবাই করা হয়েছে অথবা চোখের দিকে চোখ রেখে চেয়ে থাকা অবস্থায় গুলি করে

হত্যা করা হয়েছে। এত নির্যাতন যে, আপনারা উহার চিন্তাও করতে পারবেন না যে, কী কী পদ্ধতিতে কী কী নির্যাতন চালানো হয়েছে আর এমন অনেক যালেম রয়েছে যারা যুলুম করার পর অন্যান্য ইউরোপীয়ান সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণের সাক্ষাৎকার দেবার সময়ে বড়ই বাহাদুরীর সাথে বলেছে যে, আমরা এই এই কাজ করি আর আমাদের এভাবেই আদেশ দেয়া হয়েছে। অতি করুণ অবস্থা! আর এই করুণ অবস্থা এক অনাচারের ও অবিচারের পর্যায়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানেও সংক্রামিত হতে পারে।

ন্যায়বিচার বহির্ভূত অন্তরসমূহের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা ঃ

এ যুগ অবিচারের যুগ। নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার (New World Order) যে ধারণা, ইহা খোদার তাকওয়া অবলম্বনকারীগণের কোন নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা নয়। ইহা আল্লাহ্‌র সাথে এবং বান্দার সাথে ভালবাসা রাখে এমন ব্যক্তিদের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা নয়। ইহা ন্যায় বিচার এবং করুণাবহির্ভূত অন্তরসমূহের নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থা। ইহা এরূপ এক অহংকারীর ডাক যা আপনাদেরকে শুনানো হচ্ছে। মাঠে তাকে বাঁধা দেয়ার মত অন্য কোন যালেম না থাকলে যখন এক যালেমকে দেখা যায় যে, সে হুংকার দিয়ে শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মনে করে, আমার হাতকে বাঁধা দেয় এমন কেউ নেই। ছবিতে পশুদের যে জগৎ দেখানো হয় এরূপ অবস্থা কখনও কখনও তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। একটি পশুকে ফেলে দিয়ে আহত করে অপর একটি জন্তু তাকে খাওয়ার জন্যে বসে যায়, অন্যদিক থেকে অপর একটি জন্তু আসলে তারা পরস্পর পরস্পরের ওপরে কতক্ষণ তর্জন-গর্জন করতে থাকে অতঃপর দুর্বল পশুটি উহা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন ঐ পশুটি উহাকে যেভাবে নির্বিঘ্নে ভক্ষণ করে আর যেভাবে খাদক অর্থাৎ বিজয়ী পশুটির চেহারা ওপরে বিনা কষ্টে যুলুম করার যে প্রভাব দৃষ্ট হয় যে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই—এমন অবস্থা আজ দুনিয়ার পরাশক্তিগুলোর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই সেই নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা যাকে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হচ্ছে।

সারা দুনিয়ায় ইসলামী বিশ্বের ওপর কৃত নির্যাতনসমূহ ঃ

আপনি ইসলামী বিশ্বের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখুন তাহলে আপনি একদিকে দেখবেন বসনিয়াকে, অন্যদিকে দেখবেন প্যালেষ্টাইনকে, একদিকে দেখবেন কাশ্মীরকে ও বোম্বাইকে আর ঐ ভাবেই ভারতের অন্যান্য এলাকা দেখবেন। পুনরায় আপনার দৃষ্টিতে ইরাকের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী ভেসে ওঠবে, কোথায় ঐ শিয়া কুর্দি সংখ্যালঘিষ্ঠগণ—যাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, সাদ্দাম হুসেন তাদেরকে নির্যাতন করেছিল। কোথায় সারা ইরাকের অধিবাসীরা যাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তারা একজন একনায়কের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আর উহার মোকাবেলায় তাদের সবার ওপরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করে দেবার নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আর ইহা বলে তাদেরকে বাধ্য করা

হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সাদ্দাম হোসেনকে তোমাদের ওপর থেকে না সরাবে আমরা তোমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকব। তারা ন্যায় বিচারের আশ্চর্য রকমের চিত্র অংকন করতে যাচ্ছে যা কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরও বোধগম্য নয় যে, ইহা কী প্রকারের ন্যায় বিচার! একদিকে প্যালেষ্টাইনের চিত্র। সেখানে স্বল্প পরিসরে অবস্থানকারী ছোট একটি সরকার ঔদ্ধত্যের দিক থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সে যখন চায় যেভাবে চায় দুর্ভাগা প্যালেষ্টাইনীদের প্রতি যেভাবে খুশী নির্যাতন করতে থাকে। আর এ ব্যাপারে যখন কোন প্রতিবাদ ওঠে তখন বড় বড় জাতিগুলো একপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখায়। অন্যদিকে বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তৃতীয়তঃ কাশ্মীর ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের এক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পুনরায় আসে ইরাকের কথা। ঐসবের বিশ্লেষণ করে আপনি দেখুন তাহলে আপনার বোধগম্য হবে যে, সব জায়গায়ই পরিমাণ মত প্রতিশোধ। কোথাও চোখ বন্ধ করে নেয়া হয়েছে, কথাই বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা এই যে, কাশ্মীরে মুসলমানদের ওপরে এরূপ কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছে যে, ন্যায় বিচারসম্পন্ন হিন্দুগণ এবং ন্যায়বান লোকেরা এর বিরুদ্ধে বড়ই কঠোর প্রতিবাদ উত্থাপন করেছে। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্ত কমিটিগুলো ইহা প্রমাণ করছে যে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকর্তৃক বহুল পরিমাণে পাশবিক নির্যাতন মুসলমানদের ওপরে চালানো হয়েছে। কিন্তু এখানে কোন ঘটনা প্রকৃতই ঘটেছে বলে কোন প্রমাণ আপনাদের নিকট মিলছে না। কিন্তু ইরাকের কথা নিন। কোথায় সে যায়। সে কখন শিয়াদের ওপর নির্যাতন করেছিল অথবা কুর্দিদের ওপর নির্যাতন করেছিল তার সঠিক প্রমাণ মিলে যাবে। যেমন এসব কাল্পনিক নির্যাতনের স্মরণে ইরাকের সমগ্র জনবসতিকে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হচ্ছে। একদিকে এটাও ন্যায় বিচার!

ইসরাঈলের ঔদ্ধত্যের চিত্রঃ

অন্যদিকে ইসরাঈলের চিত্র এই যে, সমগ্র দুনিয়ার আবেদনসমূহকে নাকচ করতে গিয়ে সমগ্র দুনিয়া থেকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এ বিষয়ে বিতর্কসমূহের পর ইসরাঈল নিজের জায়গায় বক্রতা দেখাচ্ছে যে, আমি চারশ' প্যালেষ্টাইনীকে নিজের দেশে নিয়ে আসব এ প্রশ্নই আসতে পারে না। এ প্যালেষ্টাইনীদেরকে ইসরাঈল সরকার জোর পূর্বক তাদের দেশ থেকে বাইরে বের করে দিয়েছে আর তাদের কোন দেশ নেই। এদেরকে সাহায্য করার জন্যে যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে সে পথে ইসরাঈল নিজেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা বহু কষ্টদায়ক অবস্থায় ক্যাম্পসমূহে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে সারা দুনিয়ার আবেদনগুলোকে বাধা দিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে তাদের কোন পরওয়াই নেই। যখন এ বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে ওঠল তখন প্রাথমিক সিদ্ধান্তের

ভাষা—(এরূপই মনে হয়েছিল যে,) যদি গৃহিত হয় তাহলে ইসরাঈলের জন্যে এখন পালাবার কোন পথ অবশিষ্ট থাকবে না—বড়ই কঠোরতার সাথে যেভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল এথেকে সামান্য কিছু এদিক সেদিক ছিল ; যদিও তত কঠোর ছিল না। তবুও নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব ছিল যে, একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, যদি ইসরাঈল এই চারশ' মুসলমানকে ফেরৎ না নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা (sanctions) নেয়া হবে। অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে যে, তার সাথে সারা দুনিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ইসরাঈল এর যা জবাব দিল তা আপনারা টেলিভিশনেও দেখে থাকবেন। পত্র-পত্রিকাটিতেও পাঠ করে থাকবেন, রেডিওতেও শুনে থাকবেন। এমন গর্বের সাথে মাথা উঠিয়ে জাতিসংঘের আহ্বানকে কামড় দিল যেভাবে কোন ক্ষুধার্ত কুকুর কামড় মারে আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বললো যে, তোমরা ইহা বাস্তবায়ন করে দেখাও তো দেখি !

আহমদীয়া হোষ্টেলের একটি পুরোনো ঘটনা ঃ

পরে এর যা ফল প্রকাশিত হলো তাতে আমার পুরোনো দিনের আহমদীয়া হোষ্টেলের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল যখন আমি গভর্ণমেন্ট কলেজে পাঠ্যরত অবস্থায় ছিলাম। ইহা ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বের কথা। সেখানে একবার রাজা মুহাম্মদ আসলাম সাহেব, যিনি খুব মেধাবী ছিলেন এবং অতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদিতে স্বর্ণপদক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। কোন একটি দুখের কারণে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। ঐ হতভাগ্য এ অবস্থায় আহমদীয়া হোষ্টেলে আগমন করে সেখানে অবস্থান নিলেন। তার মাথায় তখন এ পাগলামী ঢুকেছিল যে, আমি লোকদের বিয়ে শাদী করাবো আজও কোন কোন আহমদীর মাথায় ইহা ঢুকছে। আমি অন্য কোন দিন এ বিষয়ে বলবো। তার বিয়ে-শাদীর ঝোঁক এ জন্যে ছিল যে, যে জন্যে তিনি পাগল হয়েছিলেন তা ছিল বিয়ে সাদীর ব্যাপারে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা। তিনি অতি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অতি নিষ্ঠাবান, নিবেদিত ও অসাধারণ ধী-সম্পন্ন ব্যক্তির আঘাত পেয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। আহমদীয়া হোষ্টেলে বসে বসে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। প্রত্যেক দিন তিনি সবার সঙ্গী যোগাড় করতে লাগলেন। কাউকে ধরে নিলেন। বলেন, আস আমি তোমার জন্যে এ সম্বন্ধ অন্বেষণ করেছি আবার অন্য কাউকে ধরে নিয়ে বল্লেন, তোমার জন্যে অমুক সম্বন্ধ অন্বেষণ করছি। কাউকে দ্বিতীয় বিয়ে, কাউকে তৃতীয় বিয়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট ভদ্র লোক ছিলেন। তিনি কোমল প্রাণ ও ধৈর্যের সাথে কথা বলার লোক ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি একবার ফজরের নামাযের পরে রাজা সাহবেকে উদ্দেশ্য করে অতি ভদ্রভাবে বললেন, দেখুন রাজা সাহেব ! আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি। বড়ই মর্যাদা দিয়ে থাকি, কিন্তু আইন আইনই।

আপনি দেখুন জামাতের নিয়ম এই যে, অন্য কোন ছাত্র যে এই হোষ্টেলের অধিবাসী নয়, এখানে থাকতে পারে না আর আপনার সাত দিন হয়ে গেছে, তবুও আমি আপনার সাথে ভদ্রতার সাথে কথা বলছি, অনুগ্রহ করে এখান ছেড়ে চলে যান। তিনি তখনই বদলিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাহেব! আপনি আদেশ দিচ্ছেন না নিবেদন করছেন, কেননা তার পাগলামির একটি প্রভাব ছিল আর অন্য দিকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবও ভদ্রচেতা এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি বিচলিত হয়ে বল্লেন, রাজা সাহেব! আমি নিবেদন করছি, অনুরোধ করছি। রাজা সাহেব তখনই বল্লেন, চল উয়ে টিকিয়া না মঞ্জুর (অর্থাৎ আবেদন মঞ্জুর করা হলো না) টিকিয়া পাঞ্জাবী বাক্‌ধারা। আমার তো এখন পর্যন্ত উহার অর্থ বোধগম্য হয়নি। কিন্তু ইহা কোন ঘৃণা-বাচক কথা যে, চল উয়ে টিকিয়া না মঞ্জুর। যদি নিবেদন হয় তাহলে না মঞ্জুর। তাই ইসরাঈলের ব্যাপারে ঐ যে সেচ্ছাচারিতা ছিলো উহা এখন নিবেদনের রূপ লাভ করেছে। যখন ইসরাঈল ঐ পাগলামীর জগতে, যা অহংকার ও ঔদ্ধত্য থেকে সৃষ্টি হয়, ঘাড় ফিরিয়ে বলে যে, বল, ইহা কি প্রকারের রেজোলিউশন পাশ হতে যাচ্ছে। আদেশ দিচ্ছ না নিবেদন করছো। তখন ইংল্যাণ্ড, যে রিজোলিউশন পরিচালনা করেছিল, সে বড়ই নম্রতার সাথে নিবেদন করল যে, হুযূর আমি নিবেদন করছি এর জবাব উহাই হবে যা আমি বলে এসেছি যে, চল উয়ে টিকিয়া না মঞ্জুর। ইহা ন্যায় বিচার আর দুনিয়াতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার একটি মাপকাঠি যা পাশ্চাত্যের জাতিগুলো পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে অবলম্বন করছে।

পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের ন্যায় বিচারের বিভিন্ন মানদণ্ড ঃ

যখন যুগশ্লাভিয়ার খৃষ্টান অথবা নাস্তিকগণ নির্যাতনকারী হয়ে মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন চালায়, প্যালেষ্টাইনের নির্যাতিতগণ আর সারা দুনিয়ায় নির্যাতিত অসহায় মুসলমানগণকে যখন নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হয় এবং নিজেদের সাথী সাদা চামড়ার ইহুদীগণ নির্যাতনকারী হয় তখন ন্যায় বিচারের চাহিদা, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি সব কিছু বদলিয়ে যায়। অপরদিকে যদি মুসলমানকে নির্যাতনকারী হিসেবে পেশ করা হয়—সে সব মুসলমানের ওপরেই কেননা নির্যাতন চালিয়ে থাকে—তাহলে তাদের ইহা সহ্য হয় না যে, কোন মুসলমান কোন মুসলমানের ওপরে নির্যাতন করুক। বলা হয় যে, এই সাদ্দাম হোসেন কেমন মুসলমান, যে নিজ ভাইদের ওপর নির্যাতন করছে! আমরা দুনিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহ ইহা কিভাবে সহ্য করতে পারি যে, কোন মুসলমান নিজ ঔদ্ধত্যের কারণে স্বীয় মুসলমান ভাইদের ওপরে নির্যাতন চালাবে? যখন বাবরী মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্যাতনের এক ধারা আরম্ভ হয়। তখন বলা হয় যে, ইহা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এক দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেউ কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে? ভারত

তো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কাশ্মীরের বিষয় ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাবরী মসজিদের কাহিনী ভারতের কাহিনী। বৈদেশিক শক্তিগুলোর কী অধিকার যে, অন্য কোন দেশে গিয়ে অনধিকার চর্চা করে? তখন ইহা হয় ন্যায় বিচারের জন্য আর ইহা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা! এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, মুসলমানদের ঐ সময় কী করা উচিত? তারা কী করতে পারতো। আমি যে কথা বলবো উহা প্রকাশ্য ও কার্যতঃ আপনাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অনেক বড় কথা, কেননা কুরআন করীম এ সমস্যার এই মীমাংসা বর্ণনা করেছে। যেমন সূরা আসর, যার সম্বন্ধে প্রথমে আমি কয়েক বার উল্লেখ করেছি, ঐ যুগের চিত্র আঁকতে গিয়ে তাতে বলা হয়েছেঃ ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসরেন অর্থাৎ সময়ের সাক্ষ্য, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (সূরা আসর: ২-৩ আয়াত)।

যুগ সাক্ষী দেবে যে, যখন অবিচারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন ন্যায় বিচার দুনিয়া থেকে উঠে যাবে, তখন অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার অভাবের উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী উপদেশের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে সংযোজিত আছে। যদি ঐশী প্রতিকারের বিষয় বর্ণনা করা হয় তাহলে স্পষ্টই প্রকাশিত হয় যে, মিথ্যার শাসন ও মিথ্যার ব্যারামের ফলে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। যখন ধৈর্যের উপদেশ দেয়া হচ্ছে তখন স্পষ্টতই প্রকাশিত হয় যে, নির্যাতন হচ্ছে এবং ন্যায় বিচারকে যবাই করা হচ্ছে। অতএব এ বিষয়টিকে আমি নিজ থেকে এ ছোট্ট সূরার প্রতি আরোপ করছি না। এ সূরার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্যাবলী নিহিত রয়েছে যা যথাযথ অন্বেষণে প্রকাশ পেতে পারে, দৃষ্টি গোচর হতে পারে। উহা খোলাখুলিভাবে উক্ত সূরায় মুজুদ আছে। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, সারা জগৎ ঐ সময়ে ক্ষতির মধ্যে থাকবে এবং যুগের নিজস্ব চালচলন ঐ ক্ষতির সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ্‌তা'লা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, উহার প্রতিকার সত্যের দ্বারা করা উচিত আর সত্যের উপদেশ দ্বারাই করা উচিত। সত্যতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে সত্যতার উপদেশ প্রদান করতে এবং ধৈর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে, ধৈর্যের আঁচল আঁকড়ে ধরে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করতে হবে। এ উপদেশের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যুগের দু'টি ব্যারামের কথা আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে এবং তফসীরকারকগণ তো সাধারণভাবে ইতিবাচক দিকটিকে সামনে রাখেন আর তা সামনে রাখাও দরকার কিন্তু তারা ইহা মনে করেন না যে, এই ইতিবাচক দিকটি কেন বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত ইতিবাচক দিকটিকে এ কারণে বর্ণনা করেছেন যে, যুগ উপরোক্ত দু'টি গুণ থেকে বঞ্চিত হবে।

সত্যতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ ঃ

এজন্যে উহার তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা সময়ের নিয়তিকে পরিবর্তন করতে চাও তাহলে রোগকে চিহ্নিত করো, রোগের প্রতিকার অন্বেষণ করো। রোগ যেরূপ হবে চিকিৎসাও তদ্রূপ হওয়া দরকার। আর বলা হয়েছে যে, আমরা তোমাদেরকে ঔষধের কথা বলে দিচ্ছি এবং উহা সঠিকরূপে রোগীর অবস্থানুযায়ী

হবে। ঔষধ হচ্ছে সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া আর সত্যতার শিক্ষা দিতে গিয়ে সত্যতার মাধ্যমে কাজ নেয়া। ঔষধ ইহা যে, ধৈর্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেও ধৈর্যের নমুনা প্রদর্শন করে তবে ধৈর্যের উপদেশ দিতে হবে। এ আয়াতসমূহে বর্তমান কালে দুনিয়ার যে নেতিবাচক চিত্র প্রস্ফুটিত হয় উহা আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এমন একটি সময় যেখানে সব খারাপ লোক মিথ্যেবাদীতে পরিণত হয়ে গেছে। ছোটও মিথ্যেবাদী, বড়ও মিথ্যেবাদী। রাজনীতিবিদও মিথ্যেবাদী, ধর্মীয় পথপ্রদর্শকগণও মিথ্যে-বাদী, সরকারগুলোও মিথ্যেবাদী, এবং জনগণও মিথ্যেবাদী। ধনীও মিথ্যেবাদী, গরীবও মিথ্যেবাদী। যদি মিথ্যের চিত্র এরূপ ব্যাপক না হতো তাহলে খোদা গোটা যুগকে ইহা বলতেন না যে, উহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছে। গোটা মানবগোষ্ঠি ক্ষতির মধ্যে পড়ে যেত না। আল ইনসান-এর ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবার তাৎপর্য এই যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী এসব মন্দগুণে লিপ্ত হয়ে গেছে। এসব মন্দকর্মে, এসব মন্দঅপরাধে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, চারিদিকে কেবল মিথ্যে আর মিথ্যে। সুতরাং আজকের রাজনীতির যে চিত্র আপনারা অবলোকন করছেন, আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের যে চিত্র আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, দেশে সরকার এবং জনগণের সম্পর্কের যে চিত্র আপনাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ; যেদিকেই আপনারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখছেন সবকিছুর মধ্যে মৌলিক অপরাধ হচ্ছে মিথ্যের অপরাধ যা অবাধে সবখানে ছড়িয়ে পড়ছে আর ইহা এত ব্যাপক যে, সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে এবং একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যাচ্ছে না। আগে বলা হতো যে, এ প্রজাগণ মিথ্যেবাদী বা এ শাসনকর্তা মিথ্যেবাদী। কুরআন বলে যে, যে যুগের কথা আমরা আলোচনা করছি ঐ যুগে প্রজাবর্গও মিথ্যেবাদী হবে এবং শাসনকর্তাও মিথ্যেবাদী হবে। ক্ষুদ্র দেশও মিথ্যেবাদী হবে আর বৃহৎ দেশও মিথ্যেবাদী হবে এবং যদি তোমরা যুগকে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে চাও তাহলে তোমাদেরকে সত্যবাদী হতে হবে। সত্যতার আঁচল আঁকড়িয়ে ধরো আর সত্যতার উপদেশ দান করো তাহলে তোমাদের উপদেশে শক্তি সৃষ্টি হবে এবং যুগের রীতি নীতি পরিবর্তন করতে পারবে নচেৎ পারবে না।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে নিজেই নির্যাতনকারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ঃ

পুনরায় ধৈর্যের বিষয়বস্তুকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, লোকেরা অনেক নির্যাতিত হবে। মানুষ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নির্যাতিত হবে আর এই যে চিত্র ইহা প্রকৃতপক্ষে মালিকের ওপরও প্রয়োগ হবে এবং মজদুরের ওপরও। সরকারের ওপরও আর প্রজাবর্গের ওপরও ; কেননা যে দেশের ওপরে আপনি অত্যাচারী শাসন দেখেন উহার গত ৩/৪ বছরের বিপ্লবসমূহের ওপরে (যদি সেখানে বিপ্লব হয়ে থাকে) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখুন এবং এরূপ বাকী দুনিয়ায় অবস্থার অনুমান করুন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, বিপ্লবীরা

যখন সরকারের ক্ষমতা লাভ করে তখন অত্যাচারী হিসাবেই আবির্ভূত হয়ে থাকে। যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এসেছিল তখন তারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছিল। কিন্তু বিপ্লব নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নির্যাতনকে লালন করেছিল। যখন নির্যাতনের নামে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে জেহাদকারী সরকার ক্ষমতা পেয়ে গেল তখন তারা নিজেরাই নির্যাতনকারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এভাবে নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইরানে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছিল আর পরে যেভাবে কতক লোককে পাইকারীভাবে হত্যা করা হলো এতে দুনিয়ার কোন ন্যায়-নিষ্ঠা ইহা বলতে পারে না যে, নির্যাতনের জবাব এভাবে দেয়া যেতে পারে। সুতরাং দুনিয়ার যেখানে যেখানেই বিপ্লব আসছে সেখানেই এক নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে এক নির্যাতিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিপ্লব নিয়ে আসে ; কিন্তু যখন সে বা তারা ঐ মর্যাদায় পৌঁছে যায় যেখানে প্রথম নিযাতনকারী অধিষ্ঠিত ছিল তখন নিজেই নির্যাতনকারী হিসেবে প্রকাশিত হয়। এতদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, নির্যাতনের গুপ্ত-শিরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষ বলতে ইহা বুঝায় না যে, কোন ব্যতিক্রম নেই। কুরআন মজীদ নিজে ব্যতিক্রমের কথা বর্ণনা করছে। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিষয়টি এত ব্যাপক যেন আমরা বলতে পারি সমগ্র সময়টাই নির্যাতনের শিকার হয়ে গেছে আর অধৈর্য হয়ে গেছে। ধৈর্যহীনতা ঐ সব লোকের অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকছে যাদেরকে দিয়ে সরকারের মধ্যেও আরাম নেই আর যারা শাসিত তাদের তো এমনিতেই আরাম নেই। ধনীদেরও আরাম নেই আর গরীবদেরও আরাম নেই। যদি আপনি এখন প্রাচুর্যশালীদের অবস্থা দেখেন তাহলে আপনি প্রকৃতই অস্থির হবেন যে, প্রাচুর্যশালীগণও ভীষণ অশান্তিতে আছেন এবং অস্থিরতায় ভুগছেন। এদের মধ্যেও এরূপ দুঃখ আছে যেগুলো তাদেরকে অধৈর্য করে দিয়েছে এবং কয়েকবার হঠাৎ এমন অবস্থা সামনে আসে যাথেকে আমাদের নমুনা স্বরূপ আন্দাজ হয়ে যায় যে, বাহ্যিক সুখের অবস্থান ও আরাম আয়েশে লিপ্ত প্রাচুর্যশালীদের অন্তরের কী অবস্থা! কয়েকদিন হল ইংল্যাণ্ডের এক বিরাট ধনী ব্যক্তির একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে, যার কাহিনী পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণভাবে চতুর্দিকে প্রচারিত হয়েছে। দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাচুর্য ও বস্তু তাদের ছিল। তার পিতা তাকে খুবই ভালবাসতো। কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে নরকের লেলিহান অগ্নি-শিখা জ্বলছিল। কখনও কখনও এমন সব ঘটনা সামনে এসে যায় অর্থাৎ দৃষ্টি পটে আবির্ভূত হয় কিন্তু এর নীচে উর্মি-সংঘাতজনিত গর্জন অবস্থান করে। যে খোদা দৃশ্য ও অদৃশ্য সবই জ্ঞাত তাঁর নিকট কোন বস্তুর উপরিভাগ বা নিম্নের গোপন অংশ ইতর বিশেষ হয় না। যুগপৎভাবে উহার উপরিভাগের ওপরও তাঁর দৃষ্টি থাকে এবং উহার গোপন নীচের অংশের ওপরও সমভাবে তাঁর দৃষ্টি থাকে। অতএব কুরআন করীমে মিথ্যের এই যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, যে মিথ্যে সারা দুনিয়াকে ডুবিয়ে দেবে মানুষ মানুষ হিসেবে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে—এ সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। আমরা চোখ দিয়ে দেখছি কিন্তু ধৈর্যের যে বিষয়বস্তু (আলোচ্য সূরাতে উল্লোখিত) রয়েছে তার কোন কোন অংশের প্রতি তো আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ কিন্তু কতক অংশের ওপরে নেই। এজন্যে প্রথম সাক্ষ্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ার ফলে আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি যে, পরবর্তী অংশের কথাও সবদিক থেকে সত্য।

(চলবে)

শামসুর রহমানের কলাম ঃ

পাখীর চোখে দেখা

এইসব ফতোয়া আর ষড়যন্ত্র

"খবরের কাগজে একের পর এক খবর পড়ে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি, ক্ষুব্ধ হচ্ছি। গত ২২ ডিসেম্বর অর্থাৎ বুধবার পড়লাম জাতীয় পতাকার অবমাননার খবর। জানা গেল, সাফ ক্রীড়াঙ্গণের কোনো কোনো অংশে যে পতাকা উড়ছে তা আদৌ আমাদের জাতীয় পতাকা নয়। পতাকার লাল সবুজ রঙের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সাদা রঙ, অনেকটা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার ঢঙে। এই রঙ বদলের হেতু কী? কে কার অনুমতিতে এই কাজটি করলো? কর্তৃপক্ষের কি সায় আছে এতে? যে পতাকা অর্জনের জন্য লাখ লাখ বাঙালি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, ইজ্জত হারিয়েছেন বহু নারী, সেই জাতীয় পতাকার এই বিকৃতি ঘটানোর অধিকার এরা পেলো কোত্থেকে? আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয় কোনো অনুষ্ঠানেই এ ধরনের বিকৃত পতাকা ওড়ানো কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেউ কি বিশেষ কোন মহলের প্ররোচনায় সচেতনভাবে এই কাজটি করেছে? যদি তা-ই হয় তাহলে ধরে নিতে হবে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর যে অশুভ আয়োজন দীর্ঘকাল থেকে চলেছে এই ঘটনা তারই অংশ। এ বিষয়ে আমরা সরকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছি।

গত ২০ ডিসেম্বর খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক বলেছেন, ঢাকা সেনানিবাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী শিখা অনির্বাণে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর শ্রদ্ধা জানানো পুরোপুরি একটি অনৈসলামিক প্রথা। তিনি এই মুহূর্তে শিখা অনির্বাণ বন্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন। এই দাবি তো তিনি জানাবেনই। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত দেশপ্রেমিক বাঙালি সৈনিকদের স্মৃতিতে শিখা প্রজ্জলিত হলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের অন্তর্দাহ তো হবেই। কারণ তিনি এবং তার জামাতী দোস্তরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। বরং তারা দিল-জান দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন রাজাকার এবং আল বদরদের, লেলিয়ে দিয়েছিলেন এ দেশের নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে, বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে। অবিশ্যি পাকিস্তানী জেনারেলদের মদদপুষ্ট হয়েই এই কর্ম তারা করতে পেরেছেন সোৎসাহে। ফতোয়াপসন্দ খতিব সাহেব মশাল জ্বালিয়ে সাফ গেমস উদ্বোধন করাতেও বেহদ নাখোশ। তিনি বলেছেন, এ কাজ মুসলমানদের ঈমান-আকিদার পরিপন্থী। তা-ই যদি হবে তাহলে পাকিস্তানে যখন সাফ গেমস উপলক্ষে মশাল জ্বালানো হয়েছিল, লাখ লাখ টাকার বাজি পোড়ানো হয়েছিল, তখন তিনি তার গলার আওয়াজ বুলন্দ করেন নি কেন? কেন রা'ফি করেন নি? একই যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

শিখা অনির্বাণ সম্পর্কে বায়তুল বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের বক্তব্য এ দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অমার্জনীয় মনে হয়েছে। এই খতিব জামাতে ইসলামীর সভায় বক্তৃতা দেন। বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আদাজাল খেয়ে লেগেছেন। এই মকসদ নিয়েই তিনি সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করেন। সেখানে তিনি মুলতানভিত্তিক আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়তের ও পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর নেতা সাঈদ আহমদ, আনওয়ার ফারুকী, নযর ওসমানী, হানিফ নাদিম প্রমুখের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে মিলিত হন। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দ্য ডেইলি পাকিস্তান' পত্রিকায় ৫ ডিসেম্বর মুদ্রিত খবর অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত, বাংলাদেশ-এর আমীর মাওলানা ওবায়দুল হক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে মজলিসের নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

কোনো ধর্মীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক ধর্মের মানুষেরই ধর্মীয় সম্মেলন করার অধিকার আছে। এটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু যে সম্মেলন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য, তাদের নির্যাতন, উচ্ছেদ করার মতলবে করা হয়, একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে তার প্রতি সমর্থন জানাতে পারি না। যার মনুষ্যত্ববোধ আছে তার পক্ষে অসম্ভব এ ধরনের সম্মেলনকে উৎসাহ কিংবা সমর্থন জানানো। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা। কারা মুসলমান আর কারা অমুসলমান এর বিচার করা সীমাবদ্ধ বিচার বুদ্ধির অধিকারী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে রায় দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। যদি কাদিয়ানীরা অমুসলিম হন তাহলে আল্লাহই তাদের বিচার করবেন। যা আল্লাহ'র করণীয় তা মানুষ হাতে তুলে নেবে কেন? কোন যৌক্তিকতায়? একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া কোনো মুসলিম দেশই কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেনি। জামাতে ইসলামীর নেতা মাওলানা মওদুদী, যিনি গোড়ার দিকে পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন, পাকিস্তানে এসে নিজের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নিরীহ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মেতে ওঠেন; দাঙ্গা বাধিয়ে বসেন। সেই দাঙ্গায় বহু কাদিয়ানী নিহত হন। সহিংস দাঙ্গা বাধানোর দায়ে মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির হুকুম হয়। পরে আয়ুব খান সেই হুকুম রদ করেন। বহু পরে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, যিনি নিজে ছিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িক, পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে তিনি এবং তার সাঙাৎরা খাস মুসলমান, একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন। যা হোক, সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন, সরকারি কর্মচারী বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের এই দেশদ্রোহী উক্তির প্রতি কি উদাসীন থাকবেন, না কি তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন?

আগামীকাল তাহাফফুজে খতমে নবুওত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনের দাওয়াতপত্রে উদ্বোধক হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নাম ছাপা হয়েছে। অবশ্য বঙ্গভবন থেকে জানানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির পদকে বিতর্কিত করে তোলার হাত থেকে, বলা যেতে পারে, রক্ষা করলো। কোনো সভ্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এ ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িক, মানবাধিকার লংঘনকারী সম্মেলনকে উৎসাহিত করতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে। রাষ্ট্র হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক সবাইকে এক নজরে দেখবে; সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ—কোনো ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দেবে না।

জামাতে ইসলামী এবং তাদের এজেন্টরা এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। সেই কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পুরুষ, নারী এবং শিশুদের উদ্বেগ এবং ভয়ের কথা একবার ভেবে দেখুন। তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলার, তাদের মসজিদ জবর-দখল করার হুমকি দিয়েছে। জামাতে ইসলামীর সহিংসতার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এরা ধর্মের নামে যে অধর্ম একাত্তরের নয় মাসে করেছে, যে হিংস্রতার পরিচয় এখনো দিচ্ছে নিরীহ ছাত্রদের হাত-পায়ের রগ কেটে, হত্যা করে তা সংবাদ পত্রের পাঠকমাত্রই জানেন। আমাদের মনে রাখতে হবে আহমদী সম্প্রদায় (কাদিয়ানী) আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিল অন্যপক্ষে আজকের এই ফতোয়াবাজরা করেছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘোর বিরোধিতা।

বাংলাদেশের আহমদী সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অমুসলিম ঘোষণার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে এ দেশের মুক্তিমতি বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা আহমদী সম্প্রদায়ের উৎকণ্ঠা এবং শঙ্কা উপলব্ধি করতে সক্ষম বলেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কারণ তাঁরা জানেন, ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাদিয়ানীরা উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁদের মসজিদের উপর হামলা হয়েছে, আহমদী সম্প্রদায়ের আলেম ও মুসল্লিদের জখম করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন শরীফও পোড়ানো হয়েছে। আমরা কাদিয়ানী অ-কাদিয়ানী বুঝি না, আমরা বুঝি মানুষ। যে দেশে যেখানেই মানুষ উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, নিগৃহীত হয়, সেখানেই কেঁদে ওঠে বিবেকবান মানুষের প্রাণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানবদলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন তাঁরা। আমরা এ দেশের জনগণকে নিরীহ কিছু সংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজদের আস্ফালন, ষড়যন্ত্র এবং সবরকম হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই। এ ব্যাপারে আমাদের তরুণ সমাজের দায়িত্ব বেশি। স্বাধীনতাবিরোধী, পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন সবাই। নইলে আমাদের অস্তিত্ব, প্রিয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সবকিছুই বিপন্ন হবে"।

(২৩-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

অল্প কথা

মুনতাসীর মামুন

বাংলাদেশে ফেরা

"অনেকের কাছে হয়তো মনে হচ্ছে সময়টা ১৯৭১ সালের মতো। মনে হতেই পারে রাষ্ট্রের শীর্ষে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। গোলাম আযম নিরাপদে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। টিকা খানের সহযোগী সহায় সম্পত্তি ফিরে পেয়ে খোদ মতিঝিলেই জাঁকিয়ে বসেছে। পাকিস্তান ভাবাদর্শী এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের চিঠিতে থুতু ছিটিয়েছিলেন তাঁকে পাঠানো হয়েছে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি করে। জামাত-শিবির সমর্থকরা বিএনপি আওয়ামী লীগ ছাত্র মৈত্রীর ছেলেদের হত করছে কিন্তু গ্রেফতার হচ্ছে না। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার বাইশ বছর পর প্রথম খাস জামাতি প্যানেল শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং ইন্টারেস্টিং যে তাদের প্রধান কর্মকর্তার নামের শেষে যুক্ত আছে শামস শব্দটি।

১৯৭১ সালের পর যারা পরাজিত হয়েছিল, তারা তাদের এজেন্ট এবং ভাবশিষ্যরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে চাইছেন বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে। সংখ্যালঘু তারা। সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিজয়ী হয়েছেন ১৯৭১ সালে। ১৯৭৫-এর পর থেকে তারা চাইছেন সে বিজয়কে অক্ষুণ্ন রাখতে যদিও অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত হচ্ছেন তারা।

১৯৭৫ সালের পর থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে নিরন্তর এবং এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনা দুরূহ। ১৯৭১ সালের পরাজিতরা উচ্চপদে, নিম্নপদে আছেন, যারা ঘাপটি মেরে বসেছিলেন এতোদিন তারাও বেরিয়ে আসছেন। সমাজের বিভিন্নস্তরে নিজেদের অবস্থা সংহত করছেন আর বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। কারণ তাদের মনের জ্বালা মেটেনি। ফেব্রুয়ারী এলে, মার্চ এলে বা ডিসেম্বর তাদের খীম সঙ হয়ে ওঠে! আগুন জ্বালাইস না আমার গায়। এ মাসগুলোর শুরুতে বা এই সব মাসে তারা কিছু অবস্থা সৃষ্টি করতে চান, তাগিদ অনুভব করে, মনের তাগদ বাড়ানোর চেষ্টা করে।

এ কথা মনে হলো কয়েকটি কারণে। ঢাকা শহরে বিজয়ের মাসে কিছু পোষ্টার চোখে পড়লো। একটিতে লেখা আছে--২৪শে ডিসেম্বর-শুক্রবার বাদ জুমা-আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত-স্থান-মানিক মিয়া এভিনিউ-উদ্বোধন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস। মুসলিম বিশ্বের ওলামা মাশায়েখ এর শুভাগমন ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত, বাংলাদেশ। এই সম্মেলনের প্রধান দাবী আহমদীয়াদের অমু-সলমান বলে ঘোষণা করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসন, সংসদে সরকারি দলের নেত্রী ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বলেছেন, বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ দেশ হতে পারে বটে কিন্তু এখানে সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের অধিকার সমান। কারণ তাদের পরিচয় বাংলাদেশী। একেবারে সংবিধানসম্মত কথা যা আমাদের আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে দেশের প্রেসিডেন্ট কিভাবে একটি পক্ষ নিতে পারেন। পক্ষ নেয়ার প্রশ্ন উঠতো না যদি না সংগঠনটি এমন একটি ন্যক্কারজনক নির্দিষ্ট স্লোগান নিয়ে অগ্রসর না হতো। কিন্তু সংগঠনটি সেই পক্ষ নিয়েছে যা সংবিধানের অবমাননা। রাষ্ট্রপতির তাদের সম্মেলন উদ্বোধন করার অর্থ পরোক্ষ হলেও তাদের পক্ষ সমর্থন করা বা মদত দেয়া।

কিন্তু না, শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির দফতর জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি সম্মেলনে যাচ্ছেন না। আসন্ন একটি দাঙ্গা হয়তো রোধ হলো। কারণ রাষ্ট্রপতি এ সম্মেলন উদ্বোধন করলে জামায়াতিরা মনে করতো রাষ্ট্র এখন সম্পূর্ণ তাদের কর্তৃত্বে যা তারা চাচ্ছে। এবং তারপর দিনই তাদের 'হুকুমত' কায়েমের অভিযান শুরু হতো। বিজয়ের মাসে যে ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করিতে চায় স্বাধীনতা বিরোধীরা এটি তার একটি উদাহরণ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এ ধরনের সম্মতি জ্ঞাপনের আগে খোঁজ নেয় না, কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য কি? যাক, শেষ মুহূর্তে সচিবালয় বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। আমরা মনে করি রাষ্ট্রপতি বিতর্কিত হতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদটিকে যাতে বিতর্কিত করা না হয়। আমরা ধরে নিচ্ছি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আমলারা দল নিরেপক্ষ এবং সে মতো তারা কাজ করলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

কাদিয়ানী বা আহমদীদের হুমকি প্রদান শুরু করেছে জামাতি ও তাদের এজেন্টরা। এবং স্থিতিশীলতা বিনষ্টের উদ্যোগ নিয়েছে বিজয়ের মাসে তা হয়তো আপনারা অনেকে জানেন। কিন্তু প্রজন্মের অনেকে হয়তো জানে না যে, জামাতীদের প্রধান নেতা মওদুদী, এক সময় বৃটিশ এজেন্ট এবং ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ভারত বিভাগের অনেক পরে তিনি পাকিস্তানে আসেন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিজের আসন পাকা করার জন্য কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করেন। এই দাঙ্গায় বহু নীরিহ মানুষ প্রাণ হারায়। পাকিস্তানের আদালত এই কারণে তাকে ফাঁসির আদেশ দেয় এবং জেনারেল আইয়ুব খান এসে তাকে মাফ করে দেন।

এতদিন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জামাত কিছু বলে নি। কিন্তু এখন বলছে। এখন অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর। এ আন্দোলনের ফলে দেশের আনাচে কানাচে জামায়াত ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। জামায়াতিরা অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। গত কয়েক বছরে নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে

কিন্তু নিরস্ত্র মানুষ সশস্ত্র জামাতিদের প্রতিরোধ করছে। এখন সংসদের জামাতিরা প্রায় নিশ্চুপ। গত পৌর নির্বাচনে একটি আসনও তারা পায় নি। ১৪ ও ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের সহযোগী বর্তমান সংসদ সদস্য ও ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর নেতা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে বধ্যভূমিতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে। বিজয় সৌধে লক্ষ লক্ষ লোক গেছেন। বাড়িতে বাড়িতে উঠছে জাতীয় পতাকা। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিলে সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী লক্ষাধিক লোক যোগ দিয়েছেন। সে জন্য জামায়াত জরুরী মনে করছে এ ধরনের আয়োজনের পরিচালনা করবে তারা বা তাদের এজেন্টরা। সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে সরল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করছে। বেছে বেছে তাদের পুরানো সঙ্গীসাথীদের একত্র করছে এবং এমন অবস্থা দেখাতে চাচ্ছে যে, ১৯৭১ সাল ফিরে এলো বলে। যেমন বিজয় দিবসে ঝালকাঠিতে বিজয়স্তম্ভে নাকি তারা স্লোগান দিয়েছে সকল রাজাকার ভাই ভাই, আমরা আছি তোমরা নাই।

যারা আছে তাদেরও থাকার কথা ছিল না। আমাদের সামান্য একটি ভুলের জন্য গত প্রায় ১৮ বছর আমাদের অসামান্য ক্ষতি হয়েছে। প্রতিপক্ষকে, প্রতিপক্ষ হলেও মানুষ ভাবতে আমরা ছিলাম অভ্যস্ত, ঘাতক নয়। এখনো আমরা তাই ভাবি, আর ঘাতক নিঃশব্দে তার কাজ সমাধা করে।

খতমীদের কথা আগে শেষ করি। খতমে নবুওয়তের বাংলাদেশ শাখার আমীর জনাব ওবায়দুল হক ডিসেম্বরের শুরুতে করাচী পৌঁছেছেন। তিনি ঢাকার বায়তুল মোকাররমের ইমাম। লাহোরের 'দি ডেইলি পাকিস্তান' ৫ই ডিসেম্বর জানিয়েছে তাকে সেখানে স্বাগত জানান করাচি জামায়াতের আমীর সাঈদ আহমদ, নাযেমে আলা মহম্মদ সানওয়ার ফারুক প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য মজলিসের সদর দফতর মুলতান। জনাব ওবায়দুল হক এখানে প্রায়ই কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং সরকার কাদিয়ানীদের ষ্ট্যাটাস নির্ধারণের জন্য যে কমিটি করেছে তারও তিনি সদস্য। ফলে কমিটির ফলাফল সম্পর্কে অনেক ধারণা করে ফেলেছেন।

বায়তুল মোকাররম চলে আমাদের টাকায়। মসজিদের খতিবের বেতন দেয়া হয় আমাদের টাকায়। সরকারি কর্মচারী তিনি। বিধি অনুযায়ী তিনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন কিনা তা ভূতপূর্ব আমলা ও বর্তমান ধর্মমন্ত্রী জনাব কেরামত আলীর কাছে জিজ্ঞাসা! আরো জিজ্ঞাস্য, কোরআন পোড়ানো কি ধর্মসম্মত? অপরের উপাসনালয় দখল কি ইসলামসম্মত? অথচ বাচ্চা জামায়াতিরা গত বছর তাই করেছিল। মজলিস প্রকাশ্যে তাই করতে চাচ্ছে জামায়াতের এজেন্ট হিসেবে। তাদের সঙ্গে যে জামায়াতের সম্পর্ক নিবিড়

তা বোঝা যায় জামায়াতের আমীর কর্তৃক জনাব ওবায়েদকে স্বাগতম জানানোর মধ্য দিয়ে।

দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জামাতি নেতারা সম্প্রতি কয়েকটি ঔদ্ধত্যমূলক বিবৃতি দিয়েছেন। এ কথা সকলেরই জানা যে, ১৯৭১ সালে মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে গঠিত আলবদর বাহিনীর সদস্যরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। সেই নিজামী আহ্বান জানিয়েছেন মর্যাদার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের। জার্মানীর নাৎসীরাও কখনো বলেনি যে, যেসব ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে তাদের স্মরণে একটি দিন মর্যাদার সঙ্গে পালিত হোক। শুধু তাই নয় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য জামায়াতিদের দায়ী করা নাকি 'রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা।' জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর আমীর বলেছেন, 'বুদ্ধিজীবীদের জন্যে তাদের মায়া কান্না দেখে আমরা আশ্চর্য হই'।

জামায়াতের আমীর গোলাম আযম দিবসের বাণীতে দেশবাসীকে হেদায়েত করেছেন এভাবে—'স্বাধীনতা মানুষের সহজাত কামনা। প্রায় দুশ বছরের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে বৃটিশের গোলামী থেকে স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এর ফসল জনগণের দুয়ারে পৌছেনি বলেই ১৯৭১-এ আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের আয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশেও জনগণ একইভাবে বঞ্চিত হয়ে রইল'। দুর্ভাগ্য যে বেঁচে থাকতে যুদ্ধ অপরাধীর বাণী শুনে যেতে হলো স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং তাও আবার বিজয় দিবসে! এই বাণীতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ আবারও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোলাম আযমের ধারণা তখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে আবার মিলিত হওয়া যাবে। তাই কি? আমরা অবশ্য মনে করি এ ধরনের আর একটি যুদ্ধ হলে মন্দ হয় না এবং তখন আমরা ভুল করে প্রতিপক্ষকে মানুষ মনে করব না। শিল্পী কামরুল হাসান বিষয়টি সত্যদ্রষ্টার মতো অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন সেই অমর পোষ্টারের এই বাণী—'ওরা মানুষ হত্যা করছে আসুন আমরা জানোয়ার হত্যা করি'।

এই যে ঔদ্ধত্য এটি তারা দেখাবার সাহস পেয়েছে ১৯৭৫ সালের পর থেকে, যখন থেকে তাদের পুনর্বাসন শুরু হয়েছে। জামায়াত এখন ভাব দেখাতে যাচ্ছে তারাও দেশের জনসমষ্টির অংশ এবং মূল স্রোতে প্রবহমান। সুতরাং তারাও বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসে বাণী দিতে পারে। কারণ অন্যেরা কি তা দিচ্ছে না। এভাবে বিভ্রান্ত করে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে চাইছে। কিন্তু ভেবে দেখুনতো ১৯৭১ সালে তারা ভুল করেছে, অপরাধ করেছে এবং এ কারণে তারা অনুতপ্ত এ কথা কি কখনো তারা বলেছে? শুধু তাই নয় বাংলাদেশের দুটি প্রধান দলের নামের আগে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করে। জামায়াত করে শেষে। অর্থাৎ পাকিস্তান হচ্ছে মূল দল, বাংলাদেশেরটি তার শাখা যেমনটি ছিল ১৯৭১ সালের আগে!

কিন্তু ইতিহাস বলে তো একটি বস্তু আছে যা জামায়াত, বিএনপি বা আওয়ামী লীগের নির্দেশে চলে না। এবং সে বিষয়টি বড় নির্মম। আজ একজন রাজাকারের পুত্র সে যত উচ্চ পদেই আসীন হোক, যত প্রবল বিত্তশালী হোক না কেন, পরিচয় দেয়ার সময় বলতে হবে তার জনক রাজাকার বা আলবদর। পঞ্চাশ বছর পরও অবস্থা তা-ই থাকবে এবং সমাজে সে গৃহীত হবে না তেমনভাবে যেমনভাবে গৃহীত হয় অন্যেরা। অন্যদিকে একজন মুক্তি-যোদ্ধার পুত্র, নিরন্ন নিঃস্ব হলেও জনকের নাম বলার সময় সে চোখ তুলেই বলতে পারবে। একটি উদাহরণ দিই, বাংলাদেশে পুত্রের নাম কেউ মীরজাফর রাখে না। এখন বা ভবি-ষ্যতে জামায়াতি ছাড়া কেউ পুত্রের নাম গোলাম আযম বা মতিউর রহমান নিজামী রাখবে না। নিরস্ত্র মানুষের হয়ে ইতিহাসই এ প্রতিশোধ নিয়েছে"।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আসলে আমরা কি ক্লীব হয়ে গেছি? বা আমাদের রাজনীতি-বিদরা জামায়াতিদের সঙ্গে ভোজ খেতে খেতে কি নিস্তেজ হয়ে গেছেন? তাই যদি হয় এবং অপমানের যদি যোগ্য উত্তর তারা না দিতে পারেন তাহলে তাদের বাদ দিয়েই আমাদের নেতৃত্ব খুঁজে নিতে হবে। নয় কি?

পাকিস্তানপন্থীরা বা পাকিস্তানি দালালেরা আরো কেন মনে করছে ১৯৭১ ফিরে এলো বলে? সেটার কারণ খোঁজা যাক।

গত ১৪ ডিসেম্বর সরকার তিনটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। একটি হলো রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন। ১৯৭২ সালে এ ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পরে তা হারিয়ে যায়। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ওপর ডাকটিকেট প্রকাশ এবং পাঁচজন শহীদের নামে পাঁচটি রাস্তার নামকরণ। যদি ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বলতেন, যাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলো, তাদের মর্যাদা অটুট রাখার জন্য আজ থেকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো তাহলে বেগম জিয়াকে এ মুহূর্তে মালা দিয়ে বরণ করা যেতো। কিন্তু তাতো হবার নয়। এবং একই সঙ্গে নিহতকে সমবেদনা ও ঘাতকদের সঙ্গে করমর্দন নিহতকেই অপমান করার নামান্তর। অবহেলাও শ্রেয়, অপমান নয়। এবং এই একই কারণে স্বাধীনতা বিরোধীরা মনে করে তারা তাদের মনযিলে পৌঁছবে আবার ১৯৭১ সাল আসবে এবং এবার তারা বিজয়ী হবে।

তাই আজ বাইশ বছর পর, আজকের এই বিজয় দিবসে বলতে বাধ্য হচ্ছি, শহীদের জন্যে শোক বা বিজয়ের আনন্দ কোনোটিই স্পর্শ করছে না। শোক পাথর চাপা পড়ে গেছে, আনন্দ পরিণত হয়েছে বেদনায়। আজ ১৬ ডিসেম্বর হওয়া উচিত প্রতিশোধ নেয়ার

(অবশিষ্টাংশ ৩৬ পাতায় দেখুন)

ধর্মীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খত্‌মে নবুওত সম্মেলনের আয়োজন

ফয়েজ আহমদ

"জামাত ইসলামী ও তার শিবিরসহ অঙ্গদলসমূহ এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ দেশের অন্যান্য ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসী শক্তি বাংলাদেশে ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে চরম নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পতন আসন্ন করে তুলতে চায় এবং তারা ধর্মের নামে স্বধর্মের মধ্যেই সেক্ট অথবা ফিরকাগত ব্যভিচারমূলক বিভাজন সৃষ্টি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তি ঘটাবার আকাশচুম্বী দুরাশায় লিপ্ত। এখন সরকারের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে তারা রাজনৈতিক অঙ্গণে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে পাকিস্তানসহ কয়েকটি মোল্লাবাজ দেশের অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের ওপরেই তাদের দিক থেকে প্রাথমিক আঘাত আসবে। সাম্প্রদায়িকতা হত্যাকাণ্ড ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে তারা যখন নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে মত্ত হয়ে উঠবে (বর্তমানে যার আলামত দেখা যাচ্ছে) তখন দেশের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ ৩০ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা হরণের জন্য বর্তমান সরকারকেই দায়ী করবে। এই উপলব্ধি সরকারের সংবাহকদের না থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডারের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৯৫২ সাল থেকেই জামাত পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। যদিও ভারতেই মওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে তাদের প্রতিষ্ঠা ও জন্মভূমি, সেখান থেকে তারা প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো। উক্ত দেশের ও আমাদের দেশের ধর্মজ্ঞানী মওলানাদের মতে মওদুদী তার বিভিন্ন রচনায় অন্ততঃ ১১১টি লেখনীতে ইসলামের মূল তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিকর 'এবাদত ও উক্তি' রয়েছে। সে কারণে ইসলাম ধর্মের ৭২টি ফিরকায় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। তখনো রাজতন্ত্রবাদী আরব দরিদ্র বেদুঈনদের ওপর নির্ভর করতো বলে তাদের সমর্থন করলেও তরল সোনার অর্থ দিয়ে তাদের তেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি কিন্তু অন্যান্য সহযোগিতা করে আসছিলো। পরবর্তীকালে আমেরিকানদের সাহায্যে তৈল উত্তোলনের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে আরবের রাজতন্ত্র (যা ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিহীন) বিশ্বের বিভিন্নস্থানে মৌলবাদকে অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করতে চায়—জামাত সেই অর্থে পুষ্ট একটি ধনী সন্ত্রাসী রাজনৈতিক শক্তি। আজকের আরব চায় না যে অন্য কোথাও তাদের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য শাসিত হোক। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে তৈল যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে

ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের অভাবিত বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের ফলে মানুষের চিন্তা ধারার, জীবন ধারার ও বিশ্বাসের যৌক্তিক ব্যাখ্যাগত পরিবর্তন ঘটছে। এমন কি জামাতের সমর্থক আরবেও রাতারাতি কোটিপতি বেদুঈন পরিবারগুলোও ব্রিটেন, ইউরোপ, আমেরিকা, নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা, সিকাগো, কানাডা, সিঙ্গাপুর, হংকং-এ ব্যভিচারী পন্থায় কোটি কোটি ডলার যখন ব্যয় করে তখন তারা ইসলাম ধর্মের বিরোধী জীবন যাত্রায় লিপ্ত থাকে। বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ অর্থ কেলেঙ্কারীর সাথেও কোনো কোনো আরব কোটিপতি জড়িত। তারাও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে জামাতে ইসলাম ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মৌলবাদীদের অর্থ দিয়ে সজীব রাখে। তারই একটি অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণে ইচ্ছুক এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী জামাত ইসলামী ও তাদের সমর্থকরা।

'৫২ সালেই চট্টগ্রামে জামাতের প্রথম প্রকাশ্য লাইব্রেরী উদ্বোধনের পর স্থানীয় বুজুর্গ মওলানারা (হাটহাজারী) রাস্তায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ার জন্য সমাবেশ করেছিলেন। তাদের সমাবেশ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবে জামাতের তীব্র বিরোধিতা করে জামাতকে ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। তাতে বলা হয় তার (মওদুদী) মতামত ও মজহাব ইসলাম বিরোধী'। উক্ত সভায় মওলানাগণ ৪টি ফতোয়া বাংলা ও উর্দুতে প্রকাশ করে। দুই নম্বর ফতোয়ায় বলেন যে, 'মওদুদীর জামাতের সদস্যভুক্ত হওয়া এবং উহার সহযোগিতা শরিয়ত বিরোধী'। ৪নং ফতোয়ায় আরো বলা হয়, মওদুদী মতাবলম্বীদের পেছনে নামাজ পড়া দুরস্ত হইবে না। তারপর থেকে জামাত বাংলাদেশ অঞ্চলে গোপন সূত্রের মাধ্যমে ও প্রকাশ্যভাবে শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা চালায়। ১৯৬৯ সালে গোলাম আযমকে অনেক সিনিয়র জামাতপন্থীকে বাদ দিয়ে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ অঞ্চলের আমীর ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই জামাতের সিনিয়রদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিলো। তিনি আমীর হয়েই ঢাকার পল্টন ময়দানে (বর্তমান আউটার ষ্টেডিয়াম) প্রকাশ্যভাবে জামাতের শক্তি প্রদর্শনের জন্য জনসভা আহবান করেন। চলমান গণঅভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়ের এক সভায় গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহ পল্টন ময়দান চারদিক থেকে ঘেরাও করে প্রকাশ্যভাবে জামাতীদের ওপর আক্রমণ চালায়। জামাতীরা প্রস্তুতি রেখেছিল। গোলাম আযম তার নিজের দলের শক্তি প্রদর্শনের জন্য এই প্রকাশ্য সভা ডাকেন। জনগণ আঁচ করেই এই ধর্ম ব্যবসায়ী এবং কারো কারো মতে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সেদিন চতুর্দিক থেকে যে জনগণের আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল তখনকার পত্রিকা মতে পলায়নের পর জামাতপন্থীও অন্যান্যদের নিয়ে ৭০০ জন আহত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, এহিয়া খানের হত্যাকারীদের সহযোগিতা ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জামাত শুরু করে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে নেয়।

জামাতের ভারত থেকে উচ্ছেদের অন্য অধ্যায়। জামাত ইসলামী মওদুদী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ্যভাবে বিরোধী ছিলেন। জামাত ইসলামীকে মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য ভারতে ইংরেজরা তখন সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু দেশ বিভাগের পর নিঃসহায় জামাত লাহোর ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌলবাদী দলটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেয় এবং মওদুদী লাহোরে তার প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করে। কিন্তু তাদের মতবাদ কম্যুন্যাল মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ধনবাদী পার্টিগুলো ছাপিয়ে কোন দিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছে না দেখে মওলানা মওদুদী আহমদীয়া বা কাদিয়ানী ইস্যু সামনে তুলে ধরে। লাহোরে তারা ১৯৫২-৫৩ সালে আহমদীদের ওপর এমন ব্যাপক আক্রমণ চালায় যে পাকিস্তানী পত্রিকার মতে প্রায় ৩ হাজার আহমদীয়া হত বা আহত হয়েছিলো। ঐ সময়ে আহমদীয়াদের অনেক বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়—সেই সময় লাহোরে ছিল রক্তাক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র। তখনকার সরকার মওদুদী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ও আহমদীয়াদের রক্ষার উদ্দেশ্য লাহোর সামরিক শাসন জারি করেন এবং লাহোরের রাস্তায় ট্যাংক চালিয়ে জামাতীদের প্রতিহত করতে বাধ্য হয় এবং অবশিষ্ট জীবিত আহমদীয়া ও লাহোরসহ রক্ষা করে। বহুসংখ্যক জামাত পন্থীদের ও মওলানা মওদুদীকে প্রত্যক্ষ হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সরকার জামাতীদের দমনের জন্য লাহোরে সামরিক প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন জেনারেল আযম খানকে (এই আযম খানই ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর ছিলেন)। বিচারে মওদুদীর ফাঁসির হুকুম হয় কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের হস্ত-ক্ষেপে পরবর্তীকালে মওদুদী প্রাণে বেঁচে যায়। সেই থেকেই বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় জামাত আহমদীয়াদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। উল্লেখ যে, পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান ও বর্তমানের বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সালাম আহমদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে যে, জামাত যখনই তার নিজের নীতি নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রত্যাখ্যাত হয় তখনই তারা হত্যাকাণ্ডের পথ অবলম্বন করে এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ও দেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আলো-চিত আহমদীয়া বিরোধী অভিযান শুরু করে। এবার তারা পাকিস্তানেও প্রায় উচ্ছেদ হয়েছে।

বিশ্বের ১৩০টি দেশে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫০০ মসজিদ মিশন তাদের রয়েছে। বাংলাদেশ অঞ্চলে তারা ১৯২৪ সাল থেকে শান্তি-পূর্ণভাবে বসবাস ও ধর্ম পালন করে আসছে। এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কেবল সমর্থন করেননি তাদের মধ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এরা শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী—এরা প্রত্যেকে ভোটার এবং এরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন নাগরিকের ন্যায় সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকে। জামাত এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১২ বার আহমদীয়াদের বিভিন্ন মসজিদ মিশনে ও বাস-

স্থানে আক্রমণ করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। গত বছর ২৯শে অক্টোবর বকশী বাজারে আহমদীয়া মসজিদ মিশনে সুপরিকল্পিতভাবে জামাতের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী শক্তি আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধা লুণ্ঠন। আহমদীয়াদের মসজিদ মিশনের আক্রমণের সময় বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে কেবল আহতই করেনি—পবিত্র কোরআন শরীফের শত শত কপি পুড়িয়ে দিয়েছে।

জামাত-শিবির ও তাদের সমর্থক দলগুলো ভবিষ্যত অন্ধকার জীবনের কথা ভেবে পুনরায় আহমদিয়া ইস্যু দাঁড় করিয়ে তাদের অমুসলিম আখ্যা দানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা চান যে, সরকারীভাবে বাংলাদেশে আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করা হউক। কিন্তু আমাদের শাসনতান্ত্রিক বা ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই কেউ কারো বিশ্বাসের বা ধর্ম বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে পারে না। তাদের এই দাবি একদিকে যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও অপর দিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস। দেশে কোন সরকারেরই কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ কোনো ধর্মহীন বলে ঘোষণা করার অধিকার নেই। শুধু তাই নয়—ধর্মীয়ভাবে কোনো ব্যক্তিরই ধর্মসংক্রান্ত বিচারের অধিকার ইসলাম ধর্মে দেয়া হয়নি। যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাদের কোরানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মসংক্রান্ত বিচার কেবলমাত্র স্রষ্টাই করতে পারে—সৃষ্ট কেউ নন, রাষ্ট্র তো পারেই না। কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করলে সেই ব্যক্তির নাগরিকত্বের প্রশ্ন উঠবে। তারা কি তখন তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক? এমন বিধান সংবিধানে নেই। জামাতের এই দাবি স্বীকৃতি দিলে সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ধর্মের দিক দিয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইসলাম ধর্মভুক্ত কে কোন সেক্টের অন্তর্গত তার দায়িত্ব বহন বা বিচার করার অধিকার কোনো সরকারের নেই। রাষ্ট্র একটিই, তাতে বহু ধরনের বিশ্বাসী ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারে, পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সেই বিধানই রয়েছে।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় দেখা যায় পবিত্র কোরআন শরীফের কোথাও কারো ধর্ম-বিশ্বাস হরণের অধিকার দেয়া হয়নি। লক্ষ্যযোগ্য যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হবার গোড়ার দিক থেকে আরব থেকে বিভিন্ন সেক্টের উদ্ভব ঘটেছিল। তখন আজকের মতো জামাত-ধর্মী কোনো প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম রক্ষার এজেন্সী তুলে নিতে দেখা যায়নি। বিভিন্ন 'ক্রানে' বিভক্ত আরব ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে যখন ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে তখন 'ক্রান' পন্থীরা এমনকি গোড়ার দিকে ধর্মগ্রহণ করার স্ব স্ব 'টোটেম' পরিহার করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তখন তো ধর্মের সহনশীলতা ছিলো এখন নেই কেন? উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।

সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর জামাত ইসলামী মানিক মিয়া এ্যভিনিউতে বেনামে 'খতমে নবুওত সম্মেলন' আহ্বান করেছিলো এমন কি প্রেসিডেন্টকে দিয়ে তারা

এই সম্মেলন উদ্বোধন করাতে চেয়ে ছিলো। এ উপলক্ষে বহুসংখ্যক সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী ঢাকায় উপস্থিত। মজলিসে তাহফ্ফুজে খতমে নবুওতের প্রধান কেন্দ্র পাকিস্তানের মুলতান শহরের হুযরীবাগ লেনে। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জামাত ইসলামী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বৈরাচারী জিয়াউল হক সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। পাকিস্তানের গত নির্বাচনে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর উক্ত সাম্প্রদায়িক মুলতানী প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় ঢাকায় এই খতমে নবুওত অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে জামাত আয়োজন করেছিলো। একে বিদেশী নাগরিগদের বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপের সমতুল্য বলা চলে। তাদের উদ্দেশ্য আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা।

কাউকে ঘোষণা করলেই তার মুসলমানিত্ব বা তিনি মুসলমানিত্ব বা তিনি মুসলিম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কোনো হিন্দুকে হিন্দু নয় বললেই, সে তো আর অন্য ধর্মে দীক্ষিত হবে না। এগুলো সবই জামাত বা জামাতপন্থী অন্যান্যরা জানেন, তবুও কেন এই খতমে নবুওত সম্মেলনের আয়োজন। এর অর্থ কি সরকার উপলব্ধি করতে অনিচ্ছুক। তবে এর পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ি থাকতে হবে"।

(২৪-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

---

৩১ পৃষ্ঠার পর

দিন। অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক পথে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের উদ্দেশ্যে যদি হয় কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা ভুলে পাকিস্তানী 'ভাই'দের কোলে বসা এবং যদি নিয়মতান্ত্রিক পথ তারা ভঙ্গ করে তাহলে তাদের মতো করেই অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

নিজেদের দেশে আমরা কেন উদ্বাস্তু হবো? কিন্তু নিজেদের এখন উদ্বাস্তুই মনে হয়। সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফয়েজ আহমদ এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভায় সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশে ফিরতে চাই'। আমরা ফিরতে চাই সে বাংলাদেশে যেখানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনলে কারো দেলে জখমী হয় হয় না সেই বাংলাদেশে যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা উস্কে দেন না এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, সেই বাংলাদেশে যেখানে প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে। সেই বাংলাদেশে আমাদের ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বের (যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলে দাবিদার) নতুন প্রজন্মের আমরা অংশীদার হবো যাদের মিছিলের ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত। বিজয় মিছিল আগেও বেরিয়েছে কিন্তু তারপর একটি জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। এখন বিজয় মিছিলকে নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। আমরাও প্রস্তুত বাংলাদেশে ফিরে যেতে। আপনারা?"

(২১/১২/৯৩ তারিখের সাপ্তাহিক যায় যায় দিন পত্রিকার সৌজন্যে)

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার নয়া চক্রান্ত

"আহমদীয়া তথা কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার নামে দেশে আবারও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়ার পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। লক্ষ্য দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আহমদীয়ারা শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। "তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত" নামে একটি উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংগঠন 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিত আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকায় একটি মহাসম্মেলন ডেকেছে। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এই মহাসম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রচার চালিয়েছিল। এখনও তাদের এ প্রচার অব্যাহত রয়েছে। যদিও রাষ্ট্রপতি এ ধরনের কোন সম্মেলন উদ্বোধন করছেন না। বঙ্গভবন সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

এদিকে আহমদীয়া জামাতের জাতীয় আমীর মোস্তফা আলী রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আমরা হুমকির মুখে আছি। বকশীবাজার আহমদীয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে আয়োজিত জণাকীর্ণ এই সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের আহমদীয়া নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আহমদীয়া নেতৃবৃন্দ তাদের অমুসলিম ঘোষণার চক্রান্তের জন্য সরাসরি জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, খতমে নবুওয়ত-এর আমীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত। তিনি জামায়াতের সভায় সভাপতিত্বও করেছেন। মাওলানা ওবায়দুল হক করাচী গিয়ে গত ৫ ডিসেম্বর সেখানকার জামায়াত নেতাদের সঙ্গে মহাসম্মেলন বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। দি ডেইলী পাকিস্তানে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। খতমে নবুওয়ত প্রকৃতপক্ষে জামায়াতের সংগঠন।

রাষ্ট্রপতি যাবেন না

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের সম্মেলনে যাবেন না। সূত্র জানায়, খতমে নবুওয়তের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একথা সত্য। তবে আমন্ত্রণ গ্রহণ বা বর্জনের আগেই খতমে নবুওয়ত পোষ্টার ও লিফলেট রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির কথা প্রচার করে।

১৫ জন বুদ্ধিজীবীর আহ্বান

দেশের ১৫ জন বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রক্ষার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর

হীন চক্রান্ত প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়ার জন্য স্বাধীনতাপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক বাঙালীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রবিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, 'আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত' নামে একটি সংগঠন আগামী ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত মহাসম্মেলন ডেকেছে। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, সংগঠনটির সম্মেলনের উদ্দেশ্য এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়ে, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তাদের অভিভাবক সংগঠন মৌলবাদী জামায়াতের রাজনৈতিক হীন চরিতার্থে সাহায্য করা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, প্রফেসর কবির চৌধুরী, কবি শামসুর রহমান, শিল্পী কায়ুম চৌধুরী, বিচারপতি কে এম সোবহান, এডভোকেট গাজিউল হক, ডঃ রঙ্গলাল সেন, ডঃ হায়াৎ মামুদ, ডঃ মুনতাসীর মামুন, ডঃ ইনামুল হক প্রমুখ"।

(২০-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অভিযোগ

পাকিস্তানী মৌলবাদীদের নীল নকশা অনুসারে তারা এই দাবি তুলছে

"এদেশের আহমদীয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবী তুলছে একটি চিহ্নিত মহল। তারা পাকিস্তানী মৌলবাদীদের দেয়া নীল নকশা অনুসারেই অতি ধূর্ততার সাথে এ দেশে পাকিস্তানী ষ্টাইলে গোঁড়া ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে।'—এই অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাত। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে আহমদীয়া জামাতের নেতৃবৃন্দ এই অভিযোগ করে বলেছেন, চিহ্নিত মহলটি জাতিসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করার মতলবে ধর্মকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের নীরব ভূমিকা রহস্যময়। পাকিস্তান-ভিত্তিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়তের বাংলাদেশ শাখার আহূত আগামী ২৪ ডিসেম্বর মহাসম্মেলন আহ্বান করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে আহমদীয়া জামাত (বাংলাদেশ)-এর আমীর মোঃ মোস্তফা আলী লিখিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, অযৌক্তিক উন্মাদনা সৃষ্টি করে যারা ইসলাম ও বিশ্বনবী (সাঃ)-কে কলঙ্কিত করছে তাদের ব্যাপারে এদেশের মুসলমানসহ জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুল আউয়াল, আহমদ তওফিক চৌধুরী,

মীর মোবাশ্বের আলী। সংবাদ সম্মেলন শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত একটি নন-ইস্যুকে ইস্যু করে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম দাবি প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)'র উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলমান সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)'র শর্তসমূহসহ ইসলামের ৫ স্তম্ভ মান্য ও পালন করে।

আহমদ তওফিক চৌধুরী বলেন, পাকিস্তানে মৌলবাদীরা নিরাশ হয়ে আজ এদেশে বাসা বাঁধতে চাইছে। '৭১ সালে এই মৌলবাদীরা কি করেছিল তা দেশের জনগণ জানে। জামায়াতের তত্ত্বাবধানে তাহাফফুজে খতমে নবুওত অযৌক্তিক দাবি তুলছে তার কোন ভিত্তি নেই। তিনি অভিযোগ করে বলেন, নবুওয়ত সংগঠনের মাওলানা ওবায়দুল হক সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করে সবক নিয়ে এসেছেন কিভাবে কি করবেন। পাকিস্তানের খতমে নবুওয়তের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে ঢাকা এসেছেন। একটি সেলও গঠন করা হয়েছে। আলহাজ্ব আহমদ তওফিক চৌধুরী বলেন, এদেশের সংসদ মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান—এর সম্মিলিত ভোটে নির্বাচিত। কোন বিশেষ ধর্মকে সমর্থন এ সংসদ করতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের অধিকার আছে ধর্ম পালনের। আমরা মুসলমান কি না তা কাজে প্রমাণ পাবে। কথায় আছে—বৃক্ষে ফলের পরিচয়। সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের ৫ হাজার শাখা আছে। হাজার হাজার প্রকাশনা ও মিশন রয়েছে।

তিনি বলেন, ধর্মে রাজনীতি সম্পর্কহীন। রসূল (সাঃ) কখনও রাজনীতি শব্দ ব্যবহার করেননি। তবে রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি ইসলামে আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান: ফতোয়া, পাথর মারা, ধর্মদ্রোহীদের হত্যা করা পাকিস্তানে ইত্যাদি আইন করে মৌলবাদীরা উন্মাদনা করছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। প্রেম প্রীতির দ্বারা ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গায়ের জোরে ধর্ম চাপিয়ে দেয়া যায় না।

তাই হাজার ফতোয়া আর সরকারী ঘোষণা আহমদীদেরকে অমুসলমান বানাতে পারবে না। এই দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তিনি বলেন, সরকার যদি ঐ অযৌক্তিক দাবী মানে তাহলে ধর্ম ব্যবসায়ীরা দেশের মানুষের ওপর নানা অত্যাচার চালাবে। ধর্মের নামে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে গণতন্ত্রের ভিতকে বিপন্ন করবে। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করছে। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। মাওলানা আবদুল আউয়াল বলেন, ২৪ ডিসেম্বর তথাকথিত মহাসম্মেলনের পোষ্টারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করবেন এই ধরনের প্ররোচনা থেকে বোঝা যায় সরকার ঐ গোষ্ঠীকে নীরব সমর্থন করছে যা দুঃখজনক। তা না হলে ঐ পোষ্টার ছাপানোর

পর রাষ্ট্রপতি উদ্বোধক এ সম্পর্কে সরকারের কোন বক্তব্য থাকতো। তিনি বলেন, পাকিস্তানে মৌলবাদীরা সম্প্রতি পরাজিত হবার পর তারা বাংলাদেশে মৌলবাদীকে আমদানি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সরকারকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, আমদানি করার কিছু থাকলে তা ভাল জিনিস আমদানী করা যেতে পারে। নিজেদের ভুল পথে বাড়াবেন না, আল্লাহ রসূলের ধর্মকে নোংরা রাজনীতির সাথে জড়াবেন না। যে জিনিসের ভিত্তি মিথ্যার ওপর, সেখানে ধর্মকে জড়াবেন না।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন নবী প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ জানান যারা মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন নবী বিশ্বাস করে না তারা মুসলমান নয়। আমরা হুজুরকে শেষ নবী মনে করি বরং নবী নিজে (মুসলিম শরীফে) বলেছেন, নবী ঈসা পুনর্বার আসবেন।

২৪ ডিসেম্বর মহাসম্মেলন উপলক্ষে একটি মহলের হুমকি প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ জানান, আমরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছি। নারায়ণগঞ্জে আমাদের মসজিদে ওরা হামলা করেছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ জানান, মাওলানা ওবায়দুল হক গত বছর বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি কার লোক এ থেকে জানা যায়। মসজিদের খতীব হয়ে এ ধরনের কাজে জড়িত থাকা অন্যায়। নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ জানান, '৭৪ সালে কাদিয়ানী গোষ্ঠীকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সৌদী আরবসহ সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কাজ করছে।" (২০-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক রূপালী পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদীদের অধিকার রক্ষায় ২৪ জন শিক্ষকের বিবৃতি

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন শিক্ষক আহমদীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা ও জাতিসংঘ দলিলে বর্ণিত মেটলিক মানবাধিকার নিশ্চয়তা বিধান করার আহবান জানিয়েছেন। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ সিরাজুল ইসলাম, ডঃ আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ ডঃ রাজীব হুমায়ুন, নাজমুল হক, ডঃ নুরুর রহমান খান সহ ২৪ জন শিক্ষক এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্যে করছি যে, 'তাহফুজে খতমে নবুয়ত' নামের স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী জামাতে ইসলামের মদদপুষ্ট সংগঠনটি আগামী ২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় ইসলামী মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছে। তারা এই সম্মেলনকে সামনে রেখে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে আহমদীদের কেন্দ্রীয় মসজিদ দখলের হুমকি দিচ্ছে। বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা আরো জানতে পেরেছি, এই তথাকথিত সম্মেলনের আয়োজকরা নিরীহ আহমদীদেরকে নানারকম

ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। যার ফলে এরা এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করছে। তারা বলেন, কারো উপাসনালয় দখল ধর্ম পালনের অধিকার খর্ব করা ও জানমালের প্রতি হুমকি প্রদর্শন সংবিধান-বিরোধী"।

(২২-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক লাল সবুজ পত্রিকার সৌজন্যে)

খতমে নবুয়তের ছদ্মবেশে জামাতের তৎপরতায় উদ্বেগ

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির এক জরুরি সভা তথাকথিত মজলিশে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুয়তের ছদ্মাবরণে একাত্তরের ঘাতক জামাতের সাম্প্রতিক তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল কাজী আরেফ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গত বছর থেকে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে একাত্তরের পরাজিত শক্তি পাকহানাদার বাহিনীর দোসর ঘাতক জামাতে ইসলামী দেশের নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে ইসলামের নাম করে সারাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার উস্কানি দিচ্ছে এবং সুযোগ মতো দাঙ্গা বাঁধিয়ে গোটা দেশকে ঠেলে দিতে চাইছে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে।

গত বছর তারা আহমদীয়া জামাতের মসজিদে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে, বহু ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে এবং তাদের পাঠাগারটি আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেছে—যার ভেতর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরআনের বহু সংস্করণ ছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সর্বস্তরের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে"। খবর বিজ্ঞপ্তি।

(২৪-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

উস্কানিমূলক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে খতমে নবুওয়তের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হয়েও বায়তুল মোকাররমের খতিব রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন

"কাগজ প্রতিবেদক ঃ সরকারের সঙ্গে ঘোষিত সমঝোতা ভঙ্গ করে এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গতকাল মানিক মিয়া এভিনিউতে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের মহাসম্মেলন হয়েছে। অজ্ঞাত কারণে পুলিশ এই সমাবেশ অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করেনি। জামাতের পরোক্ষ উদ্যোগে ও সৌদিভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার অর্থে আয়োজিত এ সমাবেশ থেকে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্যে সরকারকে দু' মাস সময় দেয়া হয়েছে।

গতকাল ছুটির দিন শুক্রবারে গজারি কাঠের লাঠি, হকি ষ্টিকও ক্ষেত্র বিশেষে রামদা সজ্জিত হয়ে নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কিছু মিছিল এই সমাবেশে যোগ দেয়। এ সব মিছিল থেকে কাদিয়ানী ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়া হয়।

সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সরকারের নিয়োগকৃত বায়তুল মোকাররম মসজিদের বিতর্কিত খতিব ওবায়দুল হক।

তিনি বর্তমান সরকারকে কাদিয়ানী সরকার হিসাবে অভিহিত করেন। বিএনপির সংসদ সদস্য আতাউর রহমানও সমাবেশে উত্তেজনাকর ভাষণ দেন। বিদেশ থেকে কয়েকজন অতিথিও এই সমাবেশে যোগদানের কথা থাকলে বাস্তবে যে সব বিদেশি সমাবেশে বক্তৃতা করেন তারা সবাই ছিলো পাকিস্তানী। পাকিস্তানী এ সব 'মাওলানা' খতমে নবুওয়তের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সম্পর্কে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। জনৈক বক্তাকে তুরস্ক থেকে আগত মাওলানা বলে পরিচয় করে দেয়া হলেও বিস্ময়-করভাবে তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দেন। উল্লেখ্য, সমাবেশের অধিকাংশ বক্তাই উর্দুতে বক্তৃতা করেন। এর ফলে সমাবেশটি একটি পাকিস্তানী সমাবেশে পরিণত হয়। মৌলবাদী চক্র জামাত ও সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এ সমাবেশে যেসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখা হয় তা দেশদ্রোহিতার সামিল। অনেক বক্তা কাদিয়ানীদের জবাই কর, শ্লোগান দিচ্ছিল। উল্লেখ্য, এই সমাবেশে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের যোগদানের কথা থাকলেও তিনি যোগ দেন নি। তবে সরকারি দলের প্রতিনিধি হিসেবেই বিএনপির সংসদ আতাউর রহমান বক্তৃতা দিয়েছেন বলে সমাবেশে একজন উদ্যোক্তা জানান।

সমাবেশে মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যক কিশোর বয়সী ছাত্রদেরকে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শুধু ঢাকা নয় সারা দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ থেকেও সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিদেশি প্ররোচনায় একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে যোগদানের জন্যে ফুসলিয়ে আনা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এ সমাবেশের ফলে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের আশংকা করা হয়েছিল তা আরো জোরদার হয়েছে সমাবেশের বক্তাদের বক্তৃতা ও শ্লোগানে। একাত্তরের পরাজিত ফ্যাসিষ্ট সাম্প্রদায়িক চক্র জামাতশিবির দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য ইসলামের নামে সারাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে এ সমাবেশে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমাবেশে সরকারি নিয়োগকৃত জাতীয় মসজিদের খতিবের বক্তৃতা বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কি করে প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারি হয়েও এ খতিব রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেন। আরো উল্লেখ্য যে, এই খতিব প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হয়ে ইতিপূর্বেও রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা করেছেন"।

(২৫-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

বিশেষ সাক্ষাতকারে আহমদীয়া জামাতের আমির

কে প্রকৃত মুসলমান কে নন তা আল্লাহ ফয়সালা করবেন

"মিলান ফারাবী ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন, আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামান নবীঈন মানি। পবিত্র কোরআন মজীদের এটা ঘোষণা। খাতামান নবীঈনের যত রকম অর্থ হয়, সবরকম অর্থে মানি। তাকে শ্রেষ্ঠ নবী, ধর্মকে পূর্ণাঙ্গকারী হিসেবে বিশ্বাস করি। মহানবীর (সাঃ) পরে নতুন ধর্ম ও কলেমা নিয়ে কেউ আসবেন না। নতুন কোন শরীয়ত গ্রন্থ নাজিল হবে না। মোহাম্মদী শরীয়তের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না।

তিনি গতকাল বাংলাবাজার পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে একথা বলেন। তিনি বলেন, হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আমরা ইমাম মাহদী (আঃ) বলে বিশ্বাস করি। তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে জন্মলাভকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি উম্মতি নবীর পদমর্যাদায় উন্নীত। তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলাম, শিষ্য ও আধ্যাত্মিক অনুসারী। তিনি শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ। আমরা বিশ্বাস করি, হযরত আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত নবীদের মতো কোন নতুন নবী বা পুরাতন নবী আর মহানবীর (সাঃ) পরে আসবেন না।

তিনি বলেন, যে নিজেকে মুসলমান বলে, আমরা তাকে অমুসলমান বলি না। কে প্রকৃত মুসলমান আর কে নয় তা একমাত্র আল্লাহ ফয়সালা করবেন। আল্লাহ কাউকে এ দায়িত্ব হাতে নেয়ার অধিকার দেননি। যদি নেয় তবে তা খোদার ওপর খোদকারি। কোন সরকারও এটা ঘোষণা করতে পারেন না। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বনবী। সারাবিশ্বে এখনো সোয়া চার শ' কোটি লোক ইসলামের বাইরে। অথচ তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে না দিয়ে নিজেদের মধ্যের কাউকে কাফের বলে বের করে দেয়া আমাদের কর্তব্য হতে পারে না। মহানবী (সাঃ) কাউকে কাফের বানাতে পৃথিবীতে আসেননি। অমুসলিমদের কাছে ধর্মের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, মানিক মিয়া এভিনিউতে সমাবেশে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা ইসলাম সমর্থন করে না। তারা সেখানে উন্মাদনা ছড়াচ্ছে। ওই সমাবেশের বক্তব্য শুনে কেউ ইসলাম সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেনি। অযথা উত্তেজিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পড়া একসময় নিষেধ ছিল, তারা তেমনি বলেছে, ওরা ব্যতীত কেউ কোরআন মজিদ পড়তে পারবে না। কিন্তু হৃদয়ে কোরআনের অনুসরণ ওরা কিভাবে ঠেকাবেন? ওরা শুধু এসব বাহানা করে আমাদের বাহ্যিক কষ্ট দিচ্ছেন।

কাদিয়ানী ইস্যুর ছিদ্র দিয়ে পাকিস্তানে যেমন ধর্মব্যবসায়ীরা ক্ষমতা হাসিলের তৎপরতা চালিয়েছে, এখানেও তেমনি কতিপয় উচ্চাভিলাষী দল ক্ষমতায় যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। ওই সমাবেশে তাদের সকল বক্তৃতা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতামুখী। পত্রিকায় দেখেছি, সেখানে

একজন পীর সাহেব এদেশে মোল্লারাও সরকার চালাতে সক্ষম বলে ঘোষণা করেছেন। এরা শুধু আমাদের ইস্যু করে ক্ষমতা দখলের পথ তৈরী করছে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি এক সমাবেশে আপনাদের কাফের বলে ফতোয়া হয়েছে। আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং, তাঁর সাহাবা এবং খলিফাগণ কখনো এরকম আচরণ করেননি। ইসলাম বহির্ভূত কাউকেও তাঁরা কথায় কথায় কাফের বলেননি। বর্তমানে কেউ আমাদের কাফের বললেই আমরা অমুসলিম হয়ে যাব না। আল্লাহ্‌র কাছে আমরা মুসলমান কিনা এটাই আমাদের চিন্তা। আমরা শুধু তার খাতায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাই। যুক্তির খাতিরে বলি, কোন অমুসলমানও যদি ইসলামী পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকে, তাকে কেন নিষেধ ও বাধা দেয়া হবে?

তিনি বলেন, আমরা কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করি। তাতে বিশ্বাস করি। নামাজ হজ্ব, জাকাতসহ সকল ইসলামী কানুন মান্য করি। আমাদের হৃদয়ে রয়েছে কোরআন। ওরা কেন আইন করে তাতে বাঁধা দিতে চায়? আইন করে কি অন্তরে আকিদা ও ঈমানকে নিষিদ্ধ করা সম্ভব? তাছাড়া আইন করে বাধা দেয়ার নির্দেশ ইসলামের কোথাও নেই। আইন করে কারো ধর্ম হরণ করা যায় না।

প্রশ্ন: বলা হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ নবুয়তী হাইজ্যাক করেছেন।

উত্তর: আল্লাহতায়ালা নবুয়ত প্রদানের মালিক। ইচ্ছে করলেই কেউ খোদার কাছ থেকে এটা ছিনতাই করতে পারেন না। এ বক্তব্য আল্লাহকে খাটো করার শামিল। তাছাড়া নবুয়ত কি এমন কোন পদার্থ যা চুরি বা ছিনতাই করা যায়?

প্রশ্ন: বলা হচ্ছে, তিনি ব্রিটিশদের এজেন্ট ছিলেন। তিনি জেহাদের বিরুদ্ধে বলেছেন।

উত্তর: তিনি জেহাদের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি বলেছেন, অস্ত্র বা তরবারির জেহাদই একমাত্র জেহাদ নয়। এখন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা তরবারি নিয়ে জেহাদ করছে না। তারা এখন কলম ও বুদ্ধির জেহাদ করছে। তাই তিনি কলমের জেহাদ, অতুলনীয় চরিত্র অর্জনের জন্যে জেহাদের ডাক দিয়েছেন।

প্রশ্ন: বলা হচ্ছে মির্জা কাদিয়ানী সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের 'জারজ' বলেছেন।

উত্তর: তার কোন্ পুস্তকে স্বাধীনতাকামীদের ওরকম বলা হয়েছে আমরা জানতে চাই।

আহমদীয়া জামাতের আমির পাকিস্তানের উদাহরণ দিয়ে বলেন, পাকিস্তানে আইন করে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সেখানে কাদিয়ানীদের কোরআন পড়া বন্ধ করা যায়নি। তারা যাকাত দিচ্ছে। আইনত মসজিদ বলা যাবে না তাই তারা সেখানে 'বায়েত' নাম দিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে। নামাজ পড়ছে।

তিনি বলেন, যখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ডঃ সালাম নোবেল প্রাইজ পান, তখন তাকে কাফের না বলে মুসলমান বলা হয় কেন? বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা গণনার সময়ওতো আমাদের বাদ দেয়া হয় না। শিয়া ও সুন্নীর মধ্যেওতো মারাত্মক শত্রুতা রয়েছে। তারাওতো গণনার সময় একে অপরকে বাদ দেন না। আমাদের অমুসলিম ঘোষণার উদ্যোগ নিছকই রাজনৈতিক ইস্যু ইসলামের কোন ব্যাপার নয়"।

(২৬-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উদযাপিত

নাটাই জামাত

গত ৮-১১-৯৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত নাটাই আহমদীয়া মুসলিম জমাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস খোদার ফযলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়।

মহানবী (সাঃ) -এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন সর্বজনাব শফিউল আলম (বরকত), শাহজাদা খান, শাহ আলম, মোয়াল্লেম। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি আবদুল মতিন সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদী অ-আহমদী মিলিয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) জন উপস্থিত ছিলেন।

নাসের আহমদ
নাজেম মাল
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

কটিয়াদি জামাত

২৯-১১-৯৩ তারিখ কটিয়াদি জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা উদযাপিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আবুল খায়ের মাষ্টার, প্রফেসর আবদুল লতিফ, হাফেয সেকান্দর আলী, সৈয়্যদ আনোয়ার আলী, মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, জোনাব আলী মাষ্টার।

উল্লেখ্য যে, উক্ত জলসায় লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাসহ আহমদী গয়ের আহমদী এবং হিন্দু ভাতৃবৃন্দ সহ প্রায় ৩০০ জন (তিনশত) লোক উপস্থিত ছিলেন।

খলিল আহমদ
আঃ, মুঃ, জামাত, কটিয়াদী

তবলীগি সেমিনার-'৯৩

গত ৮/১২/৯৩ ইং রোজ বুধবার বাদ মাগরেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে এক তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৯০ জন সদস্য।

এস, এম নঈমউল্লাহ্, নাযেম তবলীগ

আনসারুল্লাহ বার্তা

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর মজলিসে আমেলার এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৭টি মজলিস আল্লাহতা'লার ফযলে ইজতেমা সুম্পন্ন করেছে :

সুন্দরবন মজলিসের ইজতেমা

গত ১৭, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে ২ দিন ব্যাপী সুন্দরনবন মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪৪ জন আনসার যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রূপে জনাব মোসলেহ উদ্দীন খাদেম ও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী এই ইজতেমায়

অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সদর মুরব্বী মাওলানা ফিরোজ আলম বক্তৃতা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্শ্ববর্তী ঘড়িলাল মজলিসের আনসারগণও এই ইজতেমায় যোগদান করেন।

আহ্‌মদনগর মজলিসের ইজতেমা

গত ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে এক দিনের জন্য আহমদনগর মজলিসের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪১ জন আনসার যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে আহমদীয়া জামাতের ওসীয়্যত সেক্রেটারী জনাব এ, কে রেজাউল করীম এবং জনাব শামসুল হক এই ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট শরীফ আহমদ এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

বগুড়া মজলিসের ইজতেমা

গত ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইং তারিখে একদিনের জন্য বগুড়া মজলিসের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী নিউ সোনাতলা ও উল্লাপাড়া মজলিসদ্বয়ের আনসারগণও এই ইজতেমায় যোগদান করেন। জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে এই ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ও অধ্যাপক রাজীব উদ্দিন ইজতেমায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এতে মোট ৬৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ৮ জন অ-আহমদী ভ্রাতাও এই ইজতেমায় যোগদান করেন। একটি স্থানীয় পত্রিকায় ইজতেমার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

চট্টগ্রাম মজলিসের ইজতেমা

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে একদিনের জন্য চট্টগ্রাম মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭০ জন আনসার ইজতেমায় যোগদান করেন। ঢাকা জামাতের আমীর জনাব আল্‌হাজ্জ তবারক আলী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে এই ইজতেমায় যোগদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে সদর মুরব্বী মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং চট্টগ্রাম জামাতের আমীর জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ইজতেমায় বক্তব্য রাখেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের ইজতেমা

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে এক দিনের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী যোগদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমীর জনাব মোহাম্মদ আনু মিয়া খোন্দকার ও বিভাগীয় নাযেম জনাব মোখলেসুর রহমান ইজতেমায় বক্তব্য রাখেন।

ধানীখোলা মজলিসের ইজতেমা

গত ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে এক দিনের জন্য ধানীখোলা মজলিসের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহেরাবাদ মজলিসের ইজতেমা

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে এক দিনের জন্য তাহেরাবাদ মজলিসের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যসহ ইজতেমায় মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বক্তা উপরোক্ত মজলিসসমূহের ইজতেমার কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধানতঃ তালিম-তরবিয়ত, তবলীগ, মালী কোরবানী, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন মজলিসে দীনি মালুমাতের উপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বেশ কয়টি মজলিসে খেলাধূলার উপরও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নাজির আহমদ ভুঁইয়া
সদর
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জ্ঞাতব্য

নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছেঃ (ক) এখন থেকে নবীন লেখকেরা তাদের সদ্য তোলা দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ মাসিক আহ্বানে ছাপার উপযোগী লেখা সরাসরি খাকসারের বরাবরে পাঠাতে পারেন। (খ) স্থানীয় জেলা ও রিজিওনাল মজলিসের বিশেষ কার্যক্রম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং এ সম্পর্কিত সাদাকালো ছবিও সরাসরি খাকসারের বরাবরে পাঠানো যাবে। (গ) নবীন লেখকদের লেখা ও মজলিসী কার্যক্রমের বিবরণী এবং সাদা কালো ছবি খাকসারের বরাবরে প্রেরণ করার মাধ্যমে নবীন লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মজলিসী কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কে এম মাহমুদুল হাসান
সদর
মজলিসে খোঃ আঃ বাংলাদেশ

ওয়াকফে জাদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ৩১-১২-৯৩ তারিখের জুমুআর খুতবায় মরিসাস থেকে ওয়াকফে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করেছেন। স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন তারা সত্বর নিজ নিজ জামা'তের ওয়াদা সংগ্রহ করে খাকসারের নিকট তালিকা পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য ; ওয়াকফে জাদীদের সর্ব নিম্ন চাঁদার হার ৭০/০০ টাকা মাত্র।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

তবলীগ দিবস উদযাপন

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ৩/১১/৯৩ ইং রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ ঘটিকায় এক তবলীগি সেমিনার উদযাপনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে একজন জেরে তবলীগ বন্ধু সহ মোট উপস্থিত ছিলেন ষাট জন।

মোঃ মঞ্জুর হুসেন, নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ

নাটোর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু স্বেচ্ছাশ্রম

১২/৪/৯৩ ইং তারিখে নাটোর মঃ খোঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে "নব নির্মিত তেবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘরের মেঝেতে মাটি কাটার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ৫/১১/৯৩ইং তারিখে একজন গয়ের আহমদী বিধবা মহিলার ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয় এবং ৩/১২/৯৩ ইং তারিখে জামাতের একজন গরীব আহমদী ভাইয়ের জমিতে ইক্ষু রোপণ করে তাকে সহযোগিতা করা হয়।

মোঃ রেজাউল করীম, কায়েদ

আতফাল দিবস '৯৩ পালিত

অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে গত ৩০-১২-৯৩ তারিখে মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া ঢাকা-এর উদ্যোগে আতফাল দিবস-'৯৩ উদযাপিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। তেলাওয়াতে কুরআন, নযম পাঠ, বক্তৃতা, দীনি মালুমাত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন খেলাধূলা ছিল এ দিবসের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ঐ দিন বিকেলে জনাব আবদুল আলীম খান চৌধুরী, কায়েদ-এর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব এ, টি, এম হক, মুরব্বী আতফাল মজিদুল ইসলাম, (মোয়াল্লেম), বিশেষ অতিথি 'নানা ভাই' ও প্রধান অতিথি মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে খাকসার।

বেলাল আহমদ তুষার, নাযেম আতফাল

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরায় গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার আহমদীয়া মসজিদ ঘাটুরার প্রাঙ্গণে জাঁক জমকপূর্ণভাবে আতফাল দিবস-'৯৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, আতফাল দিবস উদযাপন কমিটি '৯৩

শোক সংবাদ

আমার বড় আম্মা সাহেরা বেগম স্বামী মরহুম এরফান আলী সরকার (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) গত ২৮/১১/৯৩ ইং তারিখে বিকাল ৫টার সময় হোসনাবাদ নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর রূহের মাগফেরাত, দারাজাতের বুলন্দী এবং আমরা যাতে এ শোক কাটিয়ে উঠতে পারি সেজন্যে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (আনিস), হোসনাবাদ

সম্পাদকীয়ঃ

ছাত্র, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মৌলবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের মৌলবাদী চক্রের বর্তমান তৎপরতা এবং তাদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উস্কানীর মুখে যাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যাঁরা বলিষ্ঠ লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সাহসী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের আহমদীরা বর্তমানে মৌলবাদীদের শিকারে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানী ষ্টাইলে তাদের উপর চলছে নানাবিধ নির্যাতন। পাকিস্তানী মৌলবীদেরকে এদেশে আমদানী করে, পাকিস্তানের সংগঠন 'তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়তের' শাখা এদেশে গঠন করে, পাকিস্তানী কায়দায় আহমদী মুসলিমদেরকে সরকারী সহায়তায় অমুসলমান ঘোষণার পাঁয়তারা চলছে। পাকিস্তানী মৌলভীদের মধ্যে কাউকে সউদী, কাউকে তুর্কী সাজিয়ে তথাকথিত মহাসম্মেলনে উর্দুতে বক্তৃতা করানো হয়। উক্ত সম্মেলনে একাধিক পাকিস্তানী মৌলভী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। তৎসঙ্গে এদেশের জনসাধারণকেও স্বদেশী আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। বিদেশীদের এহেন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ বিশেষ।

যাঁরা সত্যের পক্ষে, মানবতার পক্ষে, এবং নিপীড়িত নির্যাতিত বাঙ্গালী আহমদীদের পক্ষে নির্ভীক বক্তব্য দিয়েছেন তাঁদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র 'আহমদী' এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আহমদীয়া জামা'তের আন্তর্জাতিক নেতা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইয়েদাল্লাহ) বাংলাদেশের ছাত্র, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই মহৎ প্রচেষ্টার সংবাদ জানতে পেরে ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে তাঁর ভালবাসাপূর্ণ সালাম জানিয়েছেন এবং দোয়া করেছেন। আমরা আশা করি এদেশের জাগ্রত জনতা ভবিষ্যতেও এই পাকিস্তানী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিবে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

হিজরী শামসী ও ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এ বছর সকলের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ ও সার্বিক কল্যাণ।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

31st December, 1993 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury